কেরাণী-দর্পণ

নাটক

"মহন্তের এই কি কাজ" প্রণেতার
দ্বারা প্রণীত।

শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ ঘোষ
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

নং উল্টাডিঙ্গি রোডে শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র রায়ের
সাহিত্য-সংগ্রহ যন্ত্রে
মুদ্রিত।

1874

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

মাষ্টার জ্	কোন আফিসের কর্ত্তা
মাষ্টার টেকাল	একজন সওদাগর।
,, জেম্‌স টেকাল	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র
গোকুল বাঁড়য্যে, নিমাই দত্ত, হরিশ মুখুয্যে, প্রতাপ ঘোষ, বনয়ারি দে, কান্তি গুপ্ত ও ভোলানাথ বসু।	কেরাণীগণ।
শ্যামাচরণ মুখুয্যে	গোকুলের জামাই [কেরাণী।
মাষ্টার কুপার, মাষ্টার ফপ, মাষ্টার গোমেষ ও মাষ্টার পেরেরা।	কেরাণীগণ।
প্রেমচাঁদ	ময়রা।
সুবল	ঐ চাকর।
জীবন	গ্রামস্থ ভদ্রলোক।
নফর	শ্যামাচরণের পুত্র।
সীহ্	গ্রামবাসী।
রামকমল আড্‌ডী	ধনাঢ্য ব্যক্তি।
গৌরিকান্ত আড্‌ডী	ঐ পুত্র।

পণ্ডিত, বালকগণ, চাকর, টেণ্ডেল, খালাসী উমেদারগণ, দপ্তরি, পেয়াদা ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

চন্দ্রমুখী	গোকুল বাঁড়য্যের স্ত্রী।
মালতী	গোকুল বাঁড়য্যের কন্যা।
বিমলা	
হরিবালা	মালতীর ভগিনী।
বিধুমুখী	মালতীর সঙ্গিনী।
প্রতাপের মা	দাসি।
মেসেস্ ফেবারিট্	ফেবারিট্ সাহেবের স্ত্রী।

কেরাণী-দর্পণ

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গোকুল বাঁড়ুয্যের অন্দর-বাটীর উঠান।

(মালতী চক্ষু মুছিতে মুছিতে প্রবেশ।)

মালতী। ও মা যাঃ! ভোর হয়ে গেছে, কাক কোকিল ডাক্‌ছে? কখন কি হবে গো! দেশ্লায়ের বাক্সটা কোথা আছে? পিদীপ্‌টে জ্বাল্‌তে পার্‌লে যে হয়।—মা বুঝি নাইতে গেছেন। (আনাজের ধামির পার্শ্ব হইতে দেশ্লায়ের বাক্স লইয়া প্রদীপ্ জ্বালিয়া আনাজ কুটিতে উপবেশন) এই ত দেখ্‌ছি কুম্‌ড় আদখানা আছে—আলুবেগুণ আছে, পল্‌তা শাগও আছে,—তা মাকে না জিজ্ঞাসা করে কি কুটী? ডান্‌লা রাঁদবেন্, না ঝোল রাঁদবেন্ না চড়চড়ী ভাজা

করবেন কিছুই ত জানি না,—— তা ততক্ষণ আলু গুনোর খোসা ছাড়াই——।

(গিন্নি ভিজে কাপড়ে জলের ডাবর কক্ষে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রবেশ।)

গিন্নি। ওমা মালতী ? একখানা কাপড় দে মা শিগ্‌গির। শীতে মরে গেলুম !— [প্রস্থান।

মালতী। (সসব্যস্তে দাওয়ার উপর হইতে কাপড় খানা লইয়া প্রদান।) মা কি আনাজ কুটবো গা ?

নেপথ্যে। দেওনা মা যাহোগ, এ সাৎতাড়াতাড়ীতে কি আর অন্য কিছু হবে ? ঐ আলুবেগুণ ভাজবো আর কুমড়টা ছেঁচকি করবো।

মালতী। (কুটনো কুটিতে উপবেশন) এ্যাত রাত-থাক্‌তে তাড়াতাড়ি করে উজ্জুগ করা যায়, তবু কেমন বাবার বেরোবার বেলা হয়ে পড়ে, এক দিনও দেখলেম না যে বাবা থিরে স্থস্থে চাক্‌রি কর্‌তে গেলেন। (উচ্চৈস্বরে) মা ! আলুবেগুণ কোটা হয়েচে— নিয়ে জান।

নেপথ্যে। ঝি কোথা গেল ? তার কি বাসন ক খানা এখনো মাঁজা হলো না ? ক বচ্ছর ধরে মাজ্‌বে ? তাকে ডাকনা মা,— আমার হাত জোড়া। তুমি না হয় দিয়ে যাও, উনোন্‌টা বয়ে যায়।

মালতী। (উত্থান) আনাজের থালা মাতাকে হাত বাড়াইয়া প্রদান এই ন্যাও। (পুনঃ উপবেশন ও উচ্চৈ-

স্বরে) ওঝি,—ওঝি, ওই কোথা গেলি গো? বাসন কখানা মাজ্‌তে তুই যে বুড়িয়ে গেলি দেখ্‌ছি, যখন যেমন তখন তেমন নয়, ভ্যালা বাবু যাহোগ; আয় শিগ্‌গির করে আয়।

(ঝি থালা বাসন লইয়া প্রবেশ।)

ঝি। ক্যাঁড়ে গো দিদিঠাকুরাণ এত উস্ব হইছ ক্যাঁড়ে? এউ জাড়কালের ভোরবেড়া কি পাটঝাঁট করা যায়? হাতপা অমন্ন কাড়িয়া যায়।

মালতী। তা বলে আর কাজ কর্ম্ম কর্‌তে হবেনা, জাড়ে কত লোক অমনি মরে গেল। পয়সা পাবি কাজ কর্‌বি তার আবার ভোর কি আর সন্ধ্যা কি?

ঝি। (যথাস্থানে বাসন রাখিয়া) আরে বাস, কি মোর পয়সা গো—এত পয়সা তোমাদেরু হইছে গা! মোর গতর সুখে থাক্‌লে কত পয়সা মিলবেক। ইনা জানি রাত না জানি দিন--বলদ্যা গরুর মতন খেটে মরি তবু নাম নেই। ইদিকে রাত দুক্কর বাজলে শুব, আবার ভোর না হতে হতেই উঠব; ক্যাঁড়ে গো, কিস্‌কে ইসব গো? আর কি কুথাও চাকুরি মিলবেক্‌ নি নাকি?——

নেপথ্যে। তোরা কি বকাবকি করছিস্‌ গো? আনাজগুল নিয়ে আয় বাছা।

মালতী। (আনাজের থালা রাগভরে লইয়া প্রস্থান)

ঝি। (আনাজের ধামি বোঁটী ইত্যাদি গুছাইয়া রাখন ও স্বগত) নেইবা চাকুরি কর্‌নি, আরে বাস, আপনার

দেশ্‌ক্যা চল্যা যাব, এউ মুক বাকানি খিচখিচানি কে সইবে।——

(গিন্নির প্রবেশ।)

গিন্নি। ওঝি তুই কি গজগজ কর্‌ছিস গো? কার উপরে রাগ করেছিস্, নে বাবু ঘরদোর গুলো ঝাঁটপাট দিয়ে ফ্যাল, কর্ত্তার খাবার জায়গা কর্‌তে হবে।—

[থাল লইয়া প্রস্থান।

ঝি। (ঝাঁট দিতে দিতে স্বগত)—মাঠাক্‌রাণকে দেখ্‌নি নি যে এক দিন কার তরে মোকে পুড়্যাখেতে গালফোজতি কর্‌লেক, ওঁরু মুখ চেয়্যা কুথাকে নড়তে পারিনি। আর এউ যে মোদের ঝিউড়িটি আইছেন বাপরে বাপ ইনি এক জঁড়— আরে বাস, চাকৃরির কি ভাবড়া, এ্যাক হুয়ার মুদা শতেক হুয়ার খুলা, জেউ খাড়ে যাব সেউ খাড়ে গতর খাটিয়া খাব, কেরাণীগিরির মতড় তো নয় যে গরা গুলার লাতগড়া খেয়্যা ফের পায়ে ধরবেক।

(গিন্নি আসন ও জলপাত্র লইয়া প্রবেশ।)

গিন্নি। নেনা, নে একটু হাত চালিয়ে নে, বেলা হয়ে পড়লো, কর্ত্তা কাপড় পর্‌চেন।

[আহারের স্থান প্রস্তুত করিয়া প্রস্থান।

ঝি। মোর পরতাব্যাকে, গিডমিড করা ত শিখাবুনি, বেচ্যা থাক, ক্ষেতে খেটে খাবেক— কি মোর দশ কড়ার ফাল্‌তো চাকরি আরে বাস, পেট পুরা খেতে পাবেক্ নি?

এই সাৎতাড়াতাড়ি হুড়াহুড়ি কর‍্যা খেলে কি গায়ে আরে গত্তি লাগে ? (নেপথ্যে পদশব্দ) যাই কর্ত্তা আইছেন পারা, ভিকাকে তামাক আরে সাজতে বলিগে।

[প্রস্থান।

(কুটির কাপড় পরিতে পরিতে গোকুল বন্দ্যোর প্রবেশ।)

গোকুল। (উচ্চৈস্বরে) ওমা মালতী, কৈগো ভাত কৈ ? বেলা হয়ে গেল যে (আপনার ঘড়ী দেখিয়া) উঃ ! সাত্‌টা বাজে যে, কি সর্ব্বনাশ ! এখনো কি হচ্চে— কি গো ভাত হয়নি নাকি ? দুর হোগ ছাই, যা হয়েছে তাই নিয়ে এস না। আফিসের সাহেবরাও এখন যেমন হয়েছে তোমরাও যে সেই রকম হলে দেখচি।

(রেকাবে ছোলা আদা লইয়া মালতীর প্রবেশ।)

মাল। বাবা ! আর বড় বিলম্ব নেই সব হয়েছে, চড়চড়িটে একটু বাকি আছে, আপনি ততক্ষণ এই ছোলা আদা চারটি মুখে দিন (রেকাব প্রদান) আমি ভাত আন্‌চি, বাবা ! এই খানে একটু রদ্রু এসেছে আসনটা এই খানেই দিই। (আসন লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাতন ও আহারের স্থান প্রস্তুত করিয়া) [প্রস্থান।

গো। (উপবেশন ও ছোলা আদা মুখে দিয়া স্বগত) সব গেল, ধর্ম্ম কর্ম্ম আর থাকে না, বামুনের ছেলে, এ ছায়ের কেরাণীগিরি চাক্‌রি শিখে সন্ধ্যে আহ্নিকও পুড়িয়ে

খেয়েচি। সময় নেই কি কর্‌বো বল। (জল পান করিয়া) কি হলো গো ? বলি ভাত টাত দেবে চারটি---- না উঠবো (ঘড়ী দেখিয়া) কি বিপদ সাতটা বেজে গেল! ভাতে পোড়া ভাত চার্‌টি আর হোল না ? কৈ গো আন্‌চো গা ? আমি আর বোসে থাক্‌তে পারিনে। আজ কপালে কি আছে না জানি, ব্যাটা কি করে তাও বল্‌তে পারিনে। গালাগালি তো দেবেই, আবার জরিমানা করে কি তাড়িয়েই দেয় তারও ঠিক্ নেই।--- দূর হোক্ ছাই আজ আর অদৃষ্টে ভাত নেই (উঠিতে উদ্যত।)

(মালতী গরম ভাতের থালা লইয়া প্রবেশ।)

মাল। বাবা উঠ্‌বেন না আমার মাথা খান, উঠ্‌বেন না এই যে এনেচি চারটি ভাত খান (সম্মুখে থালা রাখন।)

গোকু। (আচমোন করিয়া আহার করিতে ব্যস্ত।)

মাল। (পাখা করিয়া থালাতে বাতাস।)

(গিন্নি গরম দুদের বাটী লইয়া প্রবেশ।)

গিন্নি। (দুদের বাটী রাখিয়া) একটু সুস্থির হয়েই খাও, পেটে না খেয়ে খাট্‌বে কি করে ? বেলা হয় নি। (মালতীর প্রতি) মালতী! একটু চিনি এনে দেওত মা।

[মালতীর প্রস্থান।

গিন্নি। (উপবেশন ও পাখা লইয়া বাতাস) এই দুদ মেখে চারটি খাও, খিদেতে যে সারা হয়ে যাবে।

গোকু। আর দুদ মেখে খাব না আমার মাথা! এই যে হল সেই ঢের।

গিন্নি। তবে দুধ টুকু চুমুক দিয়ে খাও, সারা দিনটা যাবে।

গোকু। (দুধের বাটি লইয়া পান করিতে উদ্যত) উঃ! হুঃ! বড় গরম যে, আর খাব না। (বাটী রাখিয়া দেওন।)

(মালতীর প্রবেশ।)

মাল। এই যে চিনি এনেচি বাবা, দুধ খান, খান না, কত রাত্রে আস্‌বেন আর তখনও তো ভাল করে খাওয়া হয় না। না খেয়ে না খেয়ে একে বারে কাহিল হয়ে পড়েছেন যে।

গোকু। (গাত্রোত্থান ও মুখপ্রক্ষালন) পান কোথা শিগ্‌গির নিয়ে এস। (উচ্চৈস্বরে) ও ভিকে! ও ভিকে! ওরে তামাক নিয়ে আয়।

নেপথ্যে। এজ্ঞে যাই মশয়।

মাল। (পানের বাটা প্রদান।)

গোকু। (ছাতি চাদর লইয়া প্রস্তুত।)

(ভিকে তমাক সাজিয়া প্রবেশ।)

ভিকে। ঠাকুর মশাই আস্‌চেন। (হুঁকো প্রদান।)

গোকু।— আচ্ছা বলিস সন্ধ্যার পর দেখা হবে, এখন আমার দেখা কর্‌বার সময় নেই। (বারকতক হুকা টানিয়া) এইনে। [হুঁকা প্রদান ও প্রস্থান।

[ভিকে হুঁকা লইয়া প্রস্থান।

মাল। (সচকিতে) এই যা! বাবা চসমা ভুলে গেলেন!

(চসমা লইয়া উচ্চৈস্বরে) ও বাবা, চসমা নিয়ে যান, চসমা নিয়ে যান।

[দ্রুতবেগে প্রস্থান।

গিন্নি। (বিস্ময়াপন্নভাবে দ্বার পানে দৃষ্টি করিয়া স্বগত) হায় ! একি যন্ত্রনা ! এমন বিপদে মানুষেও পড়ে গা, এ যে মুটে মজুরের চাইতেও বেহদ্দ। রাত থাক্তে উঠে রেঁদে মরাই সার, পেট পূরে ত এক দিনও খেলেন না। এই আজ ত কিছুই খাওয়া হলনা, নামমাত্র বসেই উঠে গেলেন, যেমন ভাত তরকারি তেমনিই আছে, দুদ টুকুও খেলেন না, আফিসেও জল খান না। (দীর্ঘ নিশ্বাস) আহা ! সারা দিনটা অমনি যাবে ; দুই এক গ্রাস যাও খেয়েছেন তা যে দৌড়দৌড়ি এতে কি হজম হবে, বরং উল্ট শ্রী উৎপত্তি হবে। দূর হোক্ আর ছাইপাঁশের চাকৃরিতে কাজ নেই, এই শেষ দশাতে কি দৌড়ে সারা হবেন। আগেত এমন ছিলনা, ধিরে স্থুস্তে যেতেন, বেলাবেলি আসতেন, অসুক বিসুক হলে দুদিন চারদিন কামাই করে জিরুতেন, তা সে সব এখন কিছুই নেই, তবে হতচ্ছেরে চাকরি কেন বাবু ! (বিষাদে উপবেশন ও থালা গুছান।)

(বাজার লইয়া ঝির প্রবেশ।)

ঝি। রোদে মাথা জল্যা গেল, আর পারিনি এমন কর্যা (গিন্নিকে দেখিয়া অপ্রতীভ ভাবে) মা ঠাকুরাণ এ্যামন কর্যা বুস্যা ক্যানে গো ? কি হইছে ? বাবাঠাকুর ঝ আহার না কর্যা বারাইছেন ? তেমনু তো দেখছি।

এউ নিবুংশে গরা মুপড়াদের তরেই এউটি হইছ্যা। (বাজারের চুবড়ি রাখিয়া উপবেশন) থাউ থাউ আমি সুগড়ি পাড়ছি, তুমি উঠ, আরে বাস (স্থান পরিস্কার করিতে করিতে) এক দিনকার তরে দেখ্‌নিনি যে বাবাঠাকুর রয়ে বুসে চারটি সেবা কর্‌ছেন, ইঁনাকে মুথ্যা গুঁজে হুড়াহুড়ি দৌড়াদৌড়ি কিসকে গো? আরে বাস, দশ কড়ার ফাল্‌ত চাক্‌রি কুন্ কাজের? ছার কপাড়, না ঠাক্‌রাণ! মোদের দেশা পুরুষেরা ক্ষেতে টেত আরে দেখ্যা শুন্যা পর খ্যানাক বেল্যা না হতে হতে বাঃপের বেটা শীনান করে এক কঁছুড় মুড়ি নিয়া বুসল্যান, ফের আড়াই পহর না হতে হতে, জন মুজুর সব এক সঙ্গে নিয়া ভাত খেতে বুস্যা গেলেন; মা ঠাক্‌রাণ রঁাদনিরও সুখ, থাউনেরও সুখ, তা না হয়ে ই বাপ্পা কুথাকার এক সর্ব্বনেশে কাণ্ড! (বাসন লইয়া দণ্ডায়মানা।)

গিন্নি। দেখ ঝি, সে তোদের দেশ পাড়াগাঁ, সেখানে সকলে চাষবাস করে, এখানে তো বাছা সে সব হবার যো নেই, এ যে পরের চাক্‌রি।

ঝি। তা হউ না কেন্যা, মোদের সেউ দেশ্যা কি সকলেরু ক্ষেত আরে আছে, কেউ কেউ আপনার ক্ষেত করে, কেউ পরের ক্ষেতে মুনিষ খেটে খায়, কই তাদেরু ত এমন কর‍্যা হুড়াহুড়ি নেই।

গিন্নি। সত্যি বাছা তারা খুব সুখে আছে, তা কর্ত্তা আজ আসুন তাঁকে বুঝিয়ে সুজিয়ে দেশেই যাওয়া যাবে, আর

এ ছায়ের চাক্‌রিতে কাজ নেই। তা ঝি তোমার ত বাজার করা হয়েছে, এখন যাও সকাল সকাল নেয়ে এসো গে, আর দেখদেখি মালতী কোথা গেল।

ঝি। না তোমাদেরু আগে হোগ, বাসনগুলা ধুয়ে আনি, নাইব এখন।

[বাসন লইয়া প্রস্থান।

গিন্নি। (স্বগত) আর ভাবলেই বা কি হবে, যাই সংসারের কর্ম্মকাজ দেখি গে। আর ত কোন উপায় নেই। পোড়া পেটে খেতে হবেই, এ আর কোথাও যাবার নয়। লোক বল নেই, টাকার বলও নেই, মানুষের দু দশ বিঘে জমি থাকে, চাষ বাষ কোরেও খেতে পত্তে পায়। এঁর তাও নেই, চিরকাল চাকৃরি করে করে কাটিয়েছেন, এখন শেষ দশাতেই বা কি করেন।

নেপথ্যে। মালতি, মালতি,--- কোথায় রে, কি কচ্চিস্ রে—

(বিধুমুখী হরিবালা সমভিব্যাহারে প্রবেশ।)

বিধু। (গিন্নির প্রতি) মাসি মা, এমন করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? কি হয়েছে গা?

গিন্নি। এস মা এস, আমার হাত জোড়া, ঐ পিঁড়ে খানা টেনে নিয়ে বস মা। তোমার মা বেশ আরাম হয়েছেন?

বিধু। হ্যাঁ মাসিমা, মা কাল থেকে আছেন ভাল, আজ চারটি আহার করেছেন। মাসিমা, মালতী কোথায় গা?

গিন্নি। বল্‌তে পারিনে মা, বোধ করি দালানে আছে।

বিধু। (হরিবালার প্রতি) দেখতরে মালতী কি কর্‌চে।

[হরিবালার প্রস্থান।

এবারে মাসিমা ডাক্তারে কি কম টাকাটা নিলে, এখন ডাক্তার বাবু সন্ধ্যা সকাল যাওয়া আসা কর্‌চেন।

গিন্নি। তা মা আজকাল সকল ঘরেই ডাক্তারি তিকিচ্ছে হয়েছে। আর ডাক্তারি ওসুধ না হলেও চলে না। বিশেষতঃ যারা কেরাণীগিরি করেন তাদের ডাক্তারি ভিন্ন গতি নেই।

বিধু। (অত্যন্ত উৎসুক হইয়া) কেন মাসিমা? কেরাণীদের ডাক্তারি না হলে গতি হয় না কেন?

গিন্নি। বাছা তোমাদের কেউ ত কেরাণীগিরি করে না, আর ভগবান্ করুন যেন কাকেও না কত্তে হয়। এর চেয়ে ঝকুমারি আর নেই। বস মা হাতটা ধুয়ে এসে বোল্‌ব।

[প্রস্থান।

বিধু। (উপবেশন ও স্বগত) মাসিমা এমন কথা কেন বল্লেন? কেরাণী বাবুরা তো দিব্বি ফিটফাট হয়ে যান ভাল কাপড় চোপড় পরেন। ৭।৮ টাকা দামের জুতো পায়ে দেন, আঙ্গুলে আঙটি, কারু কারু জামায় পিরাণে সোনার বোতাম, রূপার বোতাম, এক্‌শ ছুশো মাইনে পান, বেশ সুখে সচ্ছন্দে থাকেন, তবে কিসের আবার তাদের কষ্ট?

(গিন্নির প্রবেশ।)

গিন্নি। বসে আছ মা, (নিকটে গিয়া উপবেশন) বলবো কি মা অনেক কথা, তা তোমাকে বলতে দোষ কি? তুমি

পেটের ছেলের মতন, এই তোমার মেসো বলেন কি যে মাথায় মোট করে ভিক্ষে মেগে খাওয়া ভাল, তবু যেন কেরাণীগিরি কেউ না করে;

বিধু। মাসিমা! ডাক্তারের কথা কি বল্‌তে চাইলেন যে?

গিন্নি। হ্যাঁ মা তাইত বল্‌চি। এই আজ কাল এম্‌নি সব মনিব হয়েছেন যে অসুখ বিসুকের জন্যে যদি একটু দেরি হয়, কি কামাই হয়, তাহলে আর রক্ষা থাকে না। হুঁ বলতে গালাগালি দেয়, তাড়িয়ে দেয়, মাইনে কাটে, আর কেউ কেউ জুতোশুদ্ধ নাথিটেও মারে; তবে যে ডাক্তারের সাল্‌টপীট না কি বলে তাই দিতে পার্‌লে তারি বাঁচাও। কাজেকাজেই মাথা ধর্‌লে কি পেটের অসুখ কর্‌লে, ডাক্তারের সাল্‌টপীট দিতে হয়; সামান্য অসুখ এই গাছ গাছড়ায় আরাম হলেও, আর সঙ্গতি না থাক্‌লে ঘটীবাটী বেঁচে সাল্‌টপীটের জন্যে ডাক্তার আন্তে হয়, তা মা, আজ কাল ডাক্তারদেরই পোয়া বার।

বিধু। (বিস্ময় ভাবে) বলেন কি মাসিমা?

গিন্নি। আর কি বলি, অনেক দুঃখে বল্‌তে হয়। (দীর্ঘনিশ্বাস) দেখ মা যাঁরা কেরাণীগিরি করেন তাঁদের খিদে থাক্‌লেও ভরসা করে পেট পূরে খেতে পারেন না, পাছে পেটের বেয়ারাম হয়ে চাকৃরিতে কামাই হয়। দুএক দিন যদি দৈবাৎ ছুটি ছাটা পান, তা জোলাপ নিয়ে আর অসুদ খেয়েই কাটান, কুইনান ত সঙ্গে সঙ্গে আছেই। ও একপ্রকার খাই খরচের সঙ্গে কিনে রাখ্‌তে হয়। তা

বাছা ডাক্তার্‌রাই সার্থ্যককে লেখাপড়া শেখে। কারো চাকর নয়, আপনার আনে আপনার খায়, কেউ এক কথা বল্‌তে কইতে নেই। আর আর যে সব লোক পাশ করেচি পাশ করেচি বলে গুমরে মাটিতে পা দেন না, তাঁদের পাশ করাই সার, চিরকাল পাশেই পড়ে থাক্তে হয়।

নেপথ্যে। ও দিদি, মালতী দিদি এই যে বৈটক্‌খানায় বসে আছেন। আপনাকে ডাক্‌চেন।

বিধু। মাসিমা! একবার মালতীর কাছে যাই আপনি বসুন। (উত্থান।)

গিন্নি। আচ্ছা মা এস।

[বিধুমুখীর প্রস্থান।

গিন্নি। যাই, আমিও যাই। ঝি, ভিকে নেয়ে এলো বুঝি, আবার রাগ করবে নাকি, চাকর চাক্‌রানীর আর খোসামোদ কর্ত্তে পারিনে, হদ্দ হয়েচি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

গোকুল বন্দ্যোর বৈঠকখানা।

মালতী তাকিয়ার ওয়াড় রিপু করণে ব্যস্ত।

মাল। (স্বগত) যাই নাইগে বেলা হয়ে গেল, মা আবার আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাক্‌বেন।

(বিধুমুখী ও হরিবালার প্রবেশ।)

বিধু। মালতি? এখানে একলাটি বসে কি কচ্চিস্ রে? আমরা কখন্ এসেচি!

হরি। (ছবি দর্শনে প্রবৃত্ত।)

মাল। দিদি আসুন, আমি ভাই তাকিয়ার ওয়াড়টা ছিঁড়ে গেছে তাই সেলাই করচি।

বিধু। (হস্তস্থিত ছুঁচের কর্ম্ম বাহির করিয়া) দেখদেখি মালতি, এ কেমন নূতন প্যাটারন হয়েচে।

মাল। একটু অপেক্ষা করুন দেখ্‌চি দিদি— আর অল্প বাকি আছে।

হরি। (বিধুমুখীর প্রতি) দিদি, এ ছবি খানা কার দেখুন্।

বিধু। (অগ্রসর হইয়া)— এ কি জান, ঐ যে মধ্যে দাঁড়িয়ে, উনি আগেকার লাট সাহেব; দুদিকে দুজন সেপাই, আর ঐ যে চারজন সালের পাগ্‌ড়ি মাথায় ওরা বাঙ্গালি

বাবু, লাটসাহেবের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কর্‌চেন।

হরি। দিদি! উনি কোন্ লাট সাহেব?

বিধু। ওঁর—নাম জানিনে ভাই, ভুলে গেচি, উনি বাঙ্গালিদের বড় ভাল বাস্‌তেন, উনিই আগুণ খাওয়া উঠিয়ে দে গেছেন।

মাল। (ছুঁচ সুতা কাঁচি ইত্যাদি গুছাইয়া) আমার হয়েচে দিদি—(উত্থান।)

হরি। দিদি, আগুন খাওয়া কারে বলে?

বিধু। পূর্ব্বকালে স্বামি মলে স্ত্রীও স্বামীর সঙ্গে পুড়ে মর্‌তেন।

হরি। তাঁরা কি আপন ইচ্ছায় মর্‌তেন?

বিধু। কেহ কেহ স্বামীর শোকে স্বইচ্ছায়, কেহ বা লোকে নিন্দে কর্‌বে বলে, আর কাহাকেও বা পরিবারেরা জোর করে পুড়িয়ে মার্‌তো।

মাল। দিদি, আপনার কারপেট কই দেখি?

বিধু। (কারপেট্ প্রদান।)

মাল। (নিরীক্ষণ করিয়া) এ ফুল গুলিতো বেস্ তুলে-চেন, একি কোন প্যাটার্‌ন থেকে, না ফুল দেখে তুলেচেন?

বিধু। না ভাই ফুল দেখে আর আমাকে তুল্‌তে হয় নে, মেজ্ দাদা মেজো বৌকে একখানা প্যাটার্‌ন এনে দিয়েচেন আমি তা দেখে তুলেচি।

হরি। ওমা! একি গো, ওদিদি দেখুন, এ কার ছবি এ যে দেখ্‌লেই ভয় পায় গো!

বিধু। (অগ্রসর হইয়া দর্শন) মালতি এখানা কার

ছবি ভাই ? এত একটা সাহেবের মতন দেখ্‌চি, ওমা ! ওটা মর্কটের মতন দাঁত খিঁচিয়ে রয়েচে কেন রে ?

মাল। ও ভাই ওর অনেক কথা ; বাবা ওখানা এই সেদিন তিন টাকা দিয়ে কিনে এনেচেন।

বিধু। কি বল ভাই, বল, আমার মাথা খাও। (সকলের উপবেশন।)

মাল। কি জান, ঐ যে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে রয়েচে, ও একটা বিলিতি গোরা, ও এখানে এসে, ঐ পোদ্দার, যে ওর পায়ের কাছে পড়ে আছে, ওর কাছে ভাব সাব করে টাকা ধার করে,—এখন কিছুদিন পরে পোদ্দারের টাকার দরকার হওয়াতে, ওর কাছে গিয়ে টাকা চায়। প্রথমে ত ভাই আজ না কাল বলে বলে খুব হাঁটায়, তারপর পোদ্দার শুন্‌লে, যে ঐ গোরাটা কলের জাহাজের টিকিট্‌ কিনেচে, বিলেত্‌ পালাবে। কাজেকাজেই কি করে, টাকা গুলো সব জাবে, আর কেউ কি তা পারে ভাই, তা ছুটে দেখা কর্ত্তে গেল, দেখা কর্‌তে যেতেই ও না ঐ লাঠি গাছ্‌টা নিয়ে, যা ওর হাতে দেখ্‌চ, পোদ্দারকে এম্‌নি মেরেছিল, যে ওর আর জ্ঞান ছিলনা। পোদ্দার ত মার খেয়ে পড়ে থাক্‌, গুণপুরুষ সেই রাত্রে যা ছিল নিয়ে থুয়ে জাহাজে করে পালিয়ে গেলেন।

বিধু। আজ কাল অনেকেই ঐ রকম, ফাঁকি দিতে পার্‌লে ছাড়ে না।

মাল। না নিতান্ত ফাঁকি নয় দিদি, রেলের আপিসে

এখন অনেক গুণপুরুষ, যারা টাকাওয়ালা কেরাণী উমেদার পেলে, প্রথমে দুশো চারশো টাকা ধার বলে নেয়। আর কেরাণী বাবুও ভারি খুসি, বড় চাক্‌রি পেলেম, সাহেব হাতে রইল, যা বল্‌ব তাই কর্‌বে। কিন্তু টাকা চাইলেই অর্দ্ধচন্দ্র, শেষে টাকাও যায় চাক্‌রিও যায়।

বিধু। তাই তো ভাই কেরাণীদের এত দুর্গতি!

মাল। হবে না কেন বল, সকলেই কেরাণী হতে চায়, তা আর কি হবে বল। কার্‌কার্‌বার কেউ ত আর করবে না।

(ঝির প্রবেশ।)

ঝি। এ্যা গো দিদি ঠাক্‌রাণেরা, তোমরা নিশ্চিন্দি হয়্যা এউ খাঁড়ে বুস্যা বুস্যা কথা বাত্রা কইচ, আর উদিগে মা ঠাক্‌রাণ যে ডাকেন বটেন।

হরি। দিদি আমি একটু জল খেয়ে আসি।

[প্রস্থান।

মাল। দিদি, আপনি এখন কি বাড়িতে কিছু পড়েন?

বিধু। না ভাই রীতিমত শিক্ষক রেখে আর পড়া শুনা হয়না; বাড়িতে বলেন যে মেয়েমানুষ একটু আদটু পড়তে পার্‌লেই হলো, কেবল ছুঁচের কাজটা ভাল করে অভ্যাস রাখা আবশ্যক, মেয়েমানুষকে ত আর চাক্‌রি কর্‌তে যেতে হবে না।

মাল। মেয়েমানুষদের চাক্‌রি কর্‌তে যেতে হবেনা বলে কি লেখাপড়া শেখা উচিত নয়? সেদিন বাবা বোল্‌-ছিলেন যে, মেয়েমানুষ ভাল করে লেখাপড়া শিখ্‌লে বুদ্ধি-

মতী হয়, সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হয়, দেশের মঙ্গল হয়; বিশেষত যাঁদের স্বামীরা কেরাণীগিরি করেন তাঁদের পক্ষে লেখাপড়া শেখা খুব আবশ্যক।

বিধু। (হাস্য) কেন তা হলে কি স্ত্রীপুরুষে চাক্‌রি কর্‌বে নাকি? (হাস্য) ওমা আমি যাব কোথা, ও মালতী বলিস্ কি রে?

মাল। না দিদি আপনি উল্টো বুঝেন কেন? চাক্‌রি করতে হবে তাত আমি বল্‌চিনে, তবে মেয়েমানুষ লেখা-পড়া শিখ্‌লে স্বামীর অনেক উপকার হয়।

বিধু। কি করে উপকার হবে?

মাল। কেন, ভাল কাপড় পর্‌বো, ভাল গহনা পর্‌বো, ভাল জিনিষ পত্র কিন্‌বো, এ লোভ থাকেনা। অবস্থান্তরে লোভ করে না, যেমন অবস্থায় থাকে তাতেই সন্তুষ্ট, তা না হয়ে স্বামীর হাতে পয়সা থাক আর না থাক, পরের দেখে ভাল কাপড় ভাল গহনার জন্যে স্বামীকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে, স্বামী কি করেন, এতদিন যে কষ্ট করে লেখাপড়া শিখলেন্ সব জলাঞ্জলি দিয়ে, একটি কেরাণীগিরি চাক্‌রির জন্যে লালাইত, ইংরেজের লাথি খেতেও লজ্জা নেই।

বিধু। এই যে তোমার স্বামী রেলের কেরাণী, তা ভাই কেবল স্ত্রীর জন্যেই কি লোকে কেরাণীগিরি কর্‌তে যায়?

মাল। আর অল্প বয়েসে বিয়ে কোরে সংসারি হয়ে পড়ে টাকার দরকার হয়। কাজেকাজেই যাতে থোক টাকাটা আসে সেইটীর চেষ্টা পায়। কারবার কর্ত্তে বড়

নন্ যায় না। কবে লাভ হবে তবে টাকা, এ বাবু দশটা পাঁচটা খেটে সাহেবদের নাথি জুতো খেয়ে দিনগুণে মাসকাবারটি হলেই থোক টাকা।

ঝি। এউ যে কথাটী দিদিঠাক্‌রাণ কইছেন, এউ লাক কথার এক কথা, আমার মনের মতন কথাটী হইছে।

বিধু। ওঝি তুই কি বুঝলি গো। (হাস্য)

ঝি। আগো দিদিঠাক্‌রাণ ই হাঁসবার কথাটি নয়, এউটী কাজের কথা। বাবাঠাকুর আরা যে সাত্‌তাড়াতাড়ি না খেয়া না দেয়া চাক্‌রি কর্‌তে যায়, কেবলু গিন্নিদের তরে, আপনার তরে ত নয়। কেম্‌নে গা ভরা গয়না হবে, কেম্‌নে ভাল ভাল ফুলওলা কাপড় হবে এউ বইত ভাবনা নেই। শুনি গরা মুপড়ারা, দাঁড়ি দাঁড়ি জুতা সুদ্ধা লাত গড়ান মারে, গলাধাক্কি দেয়। তবুত সেউ নিবুংশ্যাদিগের কাছে গলান গো। পাছে চাক্‌রিটা যায়, থোক টাকাটা আসবেক নি, কড়কড়ে টাকাটা যাবেক; আর যেনন কত চোর। গিন্নিরা যদি অল্প টাকায় খুসি হতন তা হলে ভাবনা কিসের। মুদি দকান কর‍্যা মদ্দরাও ঘর সংসার চালায় বটে।

বিধু। তোর অনাস্হষ্টি কথা ঝি।

ঝি। দিদিঠাক্‌রাণ, তুমি কেনে উল্টা বুঝো গো, মর্‌দ্যারা যদি চাক্‌রি ছেড়ে দেয় তাহলে আর রক্ষা থাক্‌বেক নি, গিন্নিদের মুখঁাকানিতে আর গিজ্‌গিজানিতে টিকা দার হয়ে পড়বেক। আজ কাল কি সেউ দিন আছে যে মর্‌দ্যারা যা কর্‌বেক তাই হবেক্ এখন ই সব মেয়ে কত্তা হই-

ছেন, টাকা কড়ি সব মেয়েলোকের হাত। সাহেব মুপড়ারা নাথি জুতা মারুক আর যা করুক থোক টাকাটী মাস কাবারে গিন্নির হাতে দিতে হবেই হবেক, গিন্নির মুখ বাকি থাক্‌বেক, আরে বাপ্‌?

মাল। (ঝির প্রতি) তুই চল্‌ আর তোর বক্‌তে হবেনা।

বিধু। তবে আজ আসি ভাই আর একদিন আস্‌বো।

[সকলের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রাচীর বেষ্টিত কর্ম্মশালার দ্বার।

বহির্দ্বারে দারবান দণ্ডায়মান।— কারিগর, কুলি ও কেরাণীগণ হুড়াহুড়ি করিয়া কর্ম্মশালায় প্রবেশ। পথিকগণ, ভারি, ফিরিওয়ালা রাস্তা দিয়া গমনাগমন।

নেপথ্যে। (ঘণ্টার শব্দ) ভোম্বা বাজেলবা হো! ভোম্বা বাজেলবা হো!

(হাঁপাইতে হাঁপাইতে সিদ্ধেশ্বর ও গৌরমোহন এবং পশ্চাতে তিনজন কুলির প্রবেশ।)

দ্বারবান। (দ্বার রুদ্ধ) সবুর আউর হোগা নেই, খাড়া রাও।

সিদ্ধে। জমাদার সাহেব, হাম্‌লোক্‌কে ভিতর জানে দেও, এবি আট নেই বাজা (আপন ঘড়ি দেখিয়া) দশ মিনাট বাকি হেয় দেখ।

দ্বার। নেই নেই হোগা নেই, হাম্ কিস্‌তারে তুমলোক্‌কো জানে দেগা, হুকুম নেই। যাও, এবি খাড়া রাহ।

গৌর। (একজন কুলিকে সরাইয়া) সারকো না খোড়া, তুমলোক্‌কা ভরে জানে নেই মিলে। (জমাদারের নিকট অগ্রসর)

কুলি। এই বাঙ্গালি, ধাক্কা দেতা কাহে, বাড়া বাবু বান্ গিয়া, সাফা কাপ্‌ড়া পাহিনকে জোর দেখ্‌লানে আয়া।

গৌর। চুপ্ করে থাক, বেটা কুলির আস্পদ্দা দেখ, কথার উপর জবাব দেতা হেয়।

দ্বিতী কুলি। (অগ্রসর হইয়া) ক্যারে বাবু, ক্যা কুটানি করতা তু, তোরা মাফিক্ বাবু হাম্ বাহুত্ দেখা হ্যায় ১০।১৫ দশ্ পনেরা রুপেয়া মে হাম্ দো তিনঠো করাণী রাখ্‌নে সেক্‌তা, আচ্ছা ফাটাক খোলনে দেও; দেখেগা, কিস্‌ওই সাব মাংতা।

তৃতীয় কুলি। এ ভিকারি বাঁসা পার চাল, হিঁয়া খাড়া হোকে ক্যা হোগা।

গৌর। হাম্‌রা হাত্‌মে আপীসকাকাম, হাজরি কোন্ কার্‌তা হ্যায়।

সিদ্ধে। সাহেব আয়েগা, হামলোক তোমার নামে রিপোর্ট করেগা।

(দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সাহেবের প্রবেশ।)

সাহেব। (দ্বিতীয় কুলির প্রতি) এই ভিকারি, টুম কাহে কো খাড়া হ্যায়।

ভিকারি। দ্বারয়ান নেহি ছোড়তা হজুর। বোল্‌তা ঘণ্টা কাটা জাগা, দো মিনাট কি আস্তে এক ঘণ্টা জাগা? হাম্ লোক আধা টাইন কাম কারেগা, দো বাজে জাগা।

সাহে। নেই ঘণ্টা কাটা জাগা নেই, হাম ডেগা, কুচ পারওয়া নেই টুম লোক ভিতার আও, বহুট কাম।

ভিকারি। (বাবুদের প্রতি) দেখা এবি কেয়া হুয়া।

(কুলিগণ প্রবেশ।)

সিদ্ধে ও গৌর। (অগ্রসর হইয়া) Good morning Sir. Please allow us go in.

সাহেব। No. No. You are late. You must stop here till nine.

গৌর। We came here in time Sir, we have plenty to do. You allowed the Collies and—

সাহেব। Shut up, you lazy brutes. Coolies are of more worth than yourselves. Cant you come earlier? Get away. Dont bother me. (ভিতরে প্রবেশ)

দ্বার। (দ্বার রুদ্ধ এবং বাক্সের উপর উপবেশন) বাবু লোককা বাড়া খাতির। (মুখ বিকৃতি)

সিদ্ধে। গৌর বাবু, একি হে! কুলি বেটাদের নিয়ে গেল, আর আমরা এত করে বল্লুম শুনলে না। আজ কাল কেরাণীদের চাইতে কুলিদের গুমর আছে।

গৌর। থাক্‌বেনা কেন বল। ভু কর্‌লে দশ জন কেরাণী জড় হয়। কিন্তু কুলিদের বার পাওয়া ভার।

সিদ্ধে। তাইত সাৎতাড়াতাড়ি নাকে মুখে গুঁজে, পোড়তে ধোড়তে ছুটে আসাগেল, এসে কি না এই ফল, বাইরে দাঁড়িয়ে থাক্তে হোল, অদেষ্ট নিতান্ত মন্দ; মহাপাতকের ভোগ ত ভুগ্‌তে হবে।

গৌর। তা এখানে দাঁড়িয়ে আক্ষেপ কর্‌লে কি হবে বল। রৌদ্রে মাথা জ্বলে গেল, চল দোকানে গিয়ে তামাক খাইগে। আজ আদ্ রোজ হবে আর কি। হায় হায় এই ত মাইনের শ্রী, তায় আবার অর্দ্ধেক কেটে নেবে, পরিবার প্রতিপালন কি করে হবে বল। যা হোগ্‌ এখন এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

আফিস ঘর।

কেরাণীদের ও সুপারিন্টেণ্ডেন্টের পৃথক পৃথক
বসিবার স্থান।

নিমাই ও হরিশ বাবু আসীন, বক্স দপ্তরি সাহেবের প্রতীক্ষায় একপার্শ্বে দণ্ডায়মান।

নিমাই। হরিশ বাবু? আজ বড় কষ্ট, খাওয়া দাওয়া কিছুই হয় নাই কেবল আদ্‌পোটাক জলখাবার কিনে রাস্তায় খেয়ে এসেচি।

হরিশ। মহাশয় কষ্টের কথা আর বল্‌বেন না, আপনি ত জল খেয়ে এসেচেন, এ পোড়া অদেষ্টে তাও হয় নি, পরিবারের মধ্যে কেহই ভাল নেই, কে কাকে যে দেখে এমন লোক নেই, কাল্‌কে সমস্ত রাত্রিটা জেগেছি; সকাল বেলা রোগীদের পোথ্যের যোগাড় কর্‌তে কর্‌তে আট্‌টা বেজে গেল, কাজেকাজেই স্নানাহার কিছুই হলো না। আর এত চাক্‌রি নয় এ ঝক্‌মারি।

নিমা। দপ্তুরি! বেটা কি আস্‌চে? দেখিস্ বাবা একটু চোক রাখিস্।

দপ্তরি। না বাবু, দেখ্‌তে ত পেচ্চিনি।

(প্রতাববাবুর প্রবেশ।)

প্রতাব। নমস্কার নিমাই বাবু (হরিশের প্রতি) প্রণাম মুকুয্যে মশাই, আজ ত খুব সকাল সকাল এসেচেন, বেশ, দেদার পান্তা উড়াচ্চেন দেখ্‌চি, এক রকম সুবিধা বল্‌তে হবে, দুসন্ধে কাট পোড়াতে হয় না, (আপন চৌকিতে উড়ানি জড়াইয়া চৌকি মেজিয়াতে ঠোকন) এ বেটা ত সমস্ত দিন গাধার মতন খাটিয়ে নেয় তার উপর আবার ছারপোকার কামড় (পদদ্বারা ছারপোকা মারণ, বাম দিগের ডেক্‌স হইতে উড়ানি বাহির করিয়া অন্য চৌকিতে জড়াইয়া আপন স্থানে উপবেশন।)

দপ্তরি। (হাজ্‌রি বই লইয়া) এস্‌চে মোশাই এস্‌চে।

প্রতা। আসুগ্‌গে বেটা খেয়ে ত আর ফেল্‌বে না, তোমরা ও বেটাকে এত ভয় কর কেন ?

নিমা। প্রতাপ বাবু, তোমার গায়ে জোর আছে, আর আমাদের অপেক্ষা লেখাপড়া জান তোমার কি বাবু।

(সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রবেশ।)

দপ্ত। (হাজ্‌রি বই সাহেবের সম্মুখে ধারণ ও কলম প্রদান।)

Supdt. (হাজ্‌রি বই স্বাক্ষর করিয়া কলম ছুড়িয়া ফেলন ও ঘড়ী দেখিয়া সক্রোধে) Past nine, and all these seats are vacant, this will not do, I must put a stop to this, damned (সক্রোধে আপন স্থানে

উপবেশন) Mookerjee? let me know when they come. Duftry? Punkha Cooley kidar?

দপ্তরি। (সভয়ে নিকটে গমন) পাঙ্খা কুলি নেই আয়েগা সাব।

Supdt. Kà-hài nai, toom gàdhakee bachcha lao abi—

দপ্তরি। এবি শীত গিয়া, পাঙ্খাকুলি লোক্‌কা জবাব মিলা।

Supdt. Never mind, jao, abi Punkha Lao ham mungta.

[দপ্তরির প্রস্থান।

(কুপার সাহেবের প্রবেশ।)

Supdt. (গম্ভীরস্বরে) I say Cooper, you are a nice person I see, every day you come late I must report you.

Mr. Cooper. (আপন স্থানে উপবেশন ও স্বগত) It is quarter past nine only,— whereas the Office time is half past ten. Besides there is nothing urgent. (বেণী বাবুর প্রতি) Have you heard him?

বেণী। আর সাহেব heard him, শুনে আর কি কর্‌বে বল, it is too hard to work under him and to act up to his wishes.

(গোকুল বন্দ্যের প্রবেশ।)

গোকুল। (সভয়ে ছাতি চাদর রাখিয়া চৌকীতে বসিতে উদ্যত।)

Supdt. (গোকুলের নিকট আসিয়া) Now, now, take your seat, get out of this Office, you lazy brute go out at once.

গোকুল। (ভয়ে কম্পিত ও অধবদন) Sir! it is not ten as yet. I have to come from a great distance. I left home before eight o' clock Sir!

Supdt No matter when you leave home, you must come here in time.

গোকুল। I always come here exactly at nine: this morning the current of the river being against us has caused this delay.

Supdt I dont want to hear all these nonsense, river against or wind against you must obey my order.

গোকুল। Mr. Fop always comes late, he attends the Office at 11 o' clock, and no words to him.

Supdt. Hold your tongue, you beast; Mr. is a Gentleman, he is not like you, he has other business to attend. (গোকুলের হস্ত ধরিয়া) Get-out of the Office, you wretch.

গোকুল। Excuse me Sir ! I am a poor man, a family man, Sir ! from tomorrow I must come early Sir !

Supdt. (প্রতাপ বাবুর প্রতি, খালি চৌকি দেখাইয়া) where is this man gone ?

প্রতা। I dont know sir.

(একজন ঠিকা কুলি লইয়া দপ্তরির প্রবেশ।)

Supdt. (সক্রোধে) Punkha toom nai, you sooar sala. (পদাঘাত ও ঘুসি প্রহার)

কুলি। (করযোড়ে) হাম, সাব, ঠিকা কুলি, এবি হামকো লেয়ায়া, হামারা কেয়া কসুর।

Supdt. (ধাক্কা দিয়া) Jao sooar, Punkha tano. (সস্থানে গমন) tano, tano, you sala. (উচ্চৈস্বরে) Bance, have you finished the abstract ?

বেণী। An hour ago I took it Sir !

Supdt.. (সক্রোধে আসিয়া) Never mind when you took it up—answer my question—have you finished it ?

বেণী। (কাগজ গ্রহণ পুর্ব্বক) This cannot be done in a day—I shall have to compile it from other bo oks, which are not received as yet.

Supdt. Damned impertinence ! how dare you answer me this way ? You must com-

plete the abstract whether you get the books or not. (সস্থানে উপবেশন।)

বেণী। (স্বগত) গাই নেই ত বলদ দুয়ে দে।

(বনয়ারি বাবু কানে কলম গুঁজিয়া প্রবেশ।)

বনয়ারি। (আপন স্থানে গিয়া অনুচ্চস্বরে) প্রতাপ বাবু! বেটা কিছু বলেচে, খোঁজ করে ছিল? (উপবেশন)

প্রতাপ। আজ ভাই বড় বাড়াবাড়ি করে তুলেছে, আর ত সহ্য হয় না।

Supdt. I say Bonoary—where have you been all this time, when did you come to the Office

বন। I came here at half past eight and all this while I was in the record, searching the papers you wanted last evening.

Supdt. That's right Bonoary—too good of you. (অন্যদের প্রতি) Now look here how early Bonoary comes in the Office, but why cant you manage to do so? Bonoary go on with the statement. Have you found the Papers?

বন। No, the papers are not received. I believe we shall have to telegraph for them.

Supdt. Yes, yes, but let us see this evening.

বন। (স্বগত) ফাঁকি দিতে না পারলে বড় কষ্ট, যত ফাঁকি তত চাকি।

(মাঃ ফপের প্রবেশ ।)

Mr. Fop. Good morning Mr. Jew.

Supdt. Good morning Mr. Fop, you are late this morning.

Mr. Fop. Yes, I am rather late, but not much, it is only quarter past Eleven. I was in a Party last night.

Supdt. Then I believe, You are not well. Very good, you need not stop here, go and take your rest. How did you enjoy last night ? Was it a good gathering ? I hope most of them were young ladies.

Mr. Fop. Mostly Mr. Jew—at Six in the morning, God save our gracious Queen played.

Supdt. Hullo ! you can go now.

Mr. Fop. Good bye ; Mr. Jew. [প্রস্থান ।

Supdt. Duftry ! toom kitab hamara maige per lao, I am going to the press. [প্রস্থান ।

দপ্তরি । (সসব্যস্তে) কি বল্লে মশাই কোন বই রাখ্‌বো ?

প্রতাপ । কে জানে বাবা, বেটা কি বলে গেল ।

Supdt. (পুনঃপ্রবেশ এবং দপ্তরিকে প্রহার) kaha hai kitab, you damned gadhakee bachcha.

দপ্ত। আপ্‌কা বোলি হাম্ নেহি সম্‌জা।

Supdt. Toom hamara kitab maige per lao.

দপ্ত। (স্বগত) কোন কিতাব লে জাগা, ইতো বাবা মুস্‌কিল কা বাত কিস্‌তারে কাম করেগা !

Supdt. Toom Hindoostanee janta nai, you sooar (to Bonoary) Bonoary explain him ? I want him to come along with me taking the book on my table.

বন। দপ্তরি ? সাহেবের মেজের উপর যে বই আছে নিয়ে সাহেবের সঙ্গে যাও, আর ওকে যোমের বাড়ী রেখে এস।

Supdt. What is that again.

বন। I am pointing out the Book and telling him to follow you—

[সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও দপ্তরির প্রস্থান

নিমাই। (চতুর্দ্দিক দেখিয়া)—বেটা গেছে গো, এবার সকলে ঘাড় তুলে বসো, আচ্ছা ভেড়ো কলে ফেলেছে যা হোগ। কি বাবা ! বেটা ইস্কুলের মাষ্টারের চাইতেও বেহদ্দ করে তুলেচে।

হরিশ। মাষ্টার গুরুমশায়কে ত জব্দ করা যেতো, এ যে বিষম ব্যাপার করে তুলেচে, স্থির নিয়ম একটাও নেই, জানি যে সেই মত না চল্লে গালাগালি দেবে, কি

জরিমানা করবে। তা না হয়ে এ সব খামখেয়ালি মৎলব, মনে করে আমি বড় সাহেব যা ইচ্ছে তাই করবো।

গোকু। প্রতাপ বাবু! এর জ্বালায় ত বাবু চাক্রি করা ভার হয়ে পড়লো, না খেয়ে না দেয়ে কি করে কাজ করা যায় বল, আর দেখ্‌চ ত বাবু সব, কোন্ কাজটা পড়ে আছে, যা যখন চাচ্চে তাই করে দেওয়া যাচ্চে। আমাদের রক্ত শুষে বাহবা নিচ্চে, আর কর্ত্তা সাহেবেরাও ত কিছু এ বেটাকে বল্‌বে না।

হরিশ। তা বল্‌বে কেন বল, তাঁদের কি? অল্প টাকায় আর শীঘ্র শীঘ্র কাজ পাচ্চেন, আমরা বেটা খেটে মরচি, ছুটী ছাটা নেই, কিন্তু এ বেটা বিলাত্ যাবার ছমাস ছুটী মেরে দেবে। আর আমাদের এই যে কুপার সাহেব তা উনিও কিছু বলবেন না।

Mr Cooper. আমি কি করবে, ও তো মানুষ না যে, ওকে বুঝিয়ে দুকথা বল্‌বে, দেখ্‌লে ত আমাকেই কেমন করে উঠেছিল।

বন। মাষ্টার কুপার, হাজার হোগ তুমি টুপিয়ালা, তোমাকে সহজে কিছু বল্‌তে পারবে না, তুমি ওকে এত ভয় কেন কর।

Mr Cooper. I say Bonoary Babu, I dont like to speak to him, I am quite disgusted with him and I have firmly resolved not to answer him ;

let him do what he likes—I must work consciously.

বন। You are mistaken Mr. Cooper, now a days if you want to better your position, learn flattery; try to speak lies, pretend yourself a hard worker and practice to be an Eye pleaser : because the more you work, the more you are whipped and the less you work the more you are praised.

MR. COOPER. But we should not follow that principle, though he is so hard upon us, bear it up must—because in this world, we must suffer and dont you know that proverb— "what cant be cured, must be endured."

নিমাই। It is unbearable Mr. Cooper. আর পারা যায় না বাবু, প্রাণপণে পরিশ্রম কর্‌লেও সুখ্যাতি নাই, যত সকাল সকাল আপিসে আসা যায়, এ বেটা ততই যেন পেয়ে বসে। কিন্তু যাই বা কোথা, সর্ব্বত্রেই এইরকম, সুখ ত কোথাও নাই।

হরি। মলে সুখ হবে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত ঘাড় ঝুকিয়ে হরপ দেখে দেখে চোকের দফা রফা—— "কানাকে এক পয়সা দিয়ে যাও গো মা বাপ"—শেষ অদেষ্টে এই আছে আর কি। একি কম ঝক্‌মারি! চাক্‌রি

কর্‌তে এসে চোরের মতন থাক্‌তে হয়, একটী কথা বল্‌তে পাওয়া যায় না। এ জন্মটা ভয়ে ভয়েই গেল, গুরুমশাইয়ের ভয়, মাষ্টারের ভয়, চাক্‌রির ভয়, আবার গিন্নিদের মুখনাড়ার ভয়। কেন বাবু লেখা পড়া শেখা, মুটের কাজ করে খাওয়া ভাল। এ ইস্কুলের মাইনে দিয়ে, কালেজের মাইনে দিয়ে শেষে এই হলো আর কি, ডিগ্রি পেলেম মিথ্যা বলবার জন্য, প্রবঞ্চনা করবার জন্য, ছদ্মবেশি হবার জন্য; All moral principles, learned in schools and colleges at the expense of paternal money, are at last offered into the feet of an Office Superintendent, to procure a কেরাণীগিরি।

নিমা। বাবু অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই, এ কিল খেয়ে কিল চুরি কিছু ত করবার সাধ্য নাই, ভেতো বাঙ্গালি, দেশ ছেড়ে কোথাও যেতে পারবেন না, কাজে কাজেই পড়ে মার খেতে হয়। ও সাহেব ওর কথায় উত্তর দিলেই প্রমাদ, উপর আলাকে জানাবে। আর তাঁরাও ওর কথায় বিশ্বাস কর্‌বে, এক জাত, কথায় বলে যে,—"জেতের—কি—জেতে খায়।" এখন আ বার সময়টী পড়েছে কেমন দেখ, একটা ২০ টাকার কর্ম্ম খালি হলে দু-শ খানা দরখাস্ত পড়ে যায়, আর তাদের মধ্যে অধিকাংশই BA.--MA.

গোকু। ওরাই ত আমাদের অন্ন উঠালে।

বন। It is very bad—I must say that a Superintendent like ours should not be entrusted

with such a situation. He has no home and no friend ; he lives in a hotel, where he cannot stop alone. He gets every comfort in the Office ; every day is his holiday. Moreover he cannot sympathise with us, he thinks we are a conquered race, worse than slaves. There are Superintendents and Heads of Offices who are highly loved by their assistants.

MR. COOPER. You are right Bonoary Babu. Sweet words and kind treatments make men labour more than hoarse and rough treatment.

প্রতা। আজ বেটাকে জব্দ করা যাগ এস। আজ শনিবার, কখনো ছুটোর সময় ছুটী দেবেনা আমরাও থাক্বোনা, যদি কিছু বাড়াবাড়ি করে, বেশ করে উত্তম মধ্যম দেওয়া যাবে।

বন। না, না, আজকে সেই কাজ করা যাগ, কি বল ?

প্রতা। Very good, কিন্তু এই সময় ঠিক করে রাখা যাগ এস। নিমাই বাবু! আপনি একটু উঠে দেখুন বেটা আস্‌চে কিনা।

নিমা। (উত্থান ও দ্বারের নিকট গিয়া বাহির দিকে দৃষ্টি।)

বন। (সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের চৌকি লুকাইয়া রাখিয়া তিন ঠেঙ্গে চৌকি সেই খানে রাখন।)

প্রেতা। (পাখাটানা দড়ি খানিকটা লইয়া আপন ডেস্কের ভিতর রাখন) Mr. Cooper! তুমি একটু help করো, and take care you must not express it.

হরিশ। যা হোক বাবা, আজ অনেকটা জিরুতে পাওয়া গেল; বেটা এমনি করে প্রত্যহ যদি বাইরে যায়, তা হলেও অনেকটা সুবিদে, কাজ করেও সুখ হয়। নিতান্ত চোরের মতন থাকা যায় না। বেটা যে বোঝেনা গো, মনে করে, ঘাড় গুঁজে বসে থাক্‌লে আর কথা বাত্রা না কইলেই অনেক কাজ হয়। ওরে বেটা পাজী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘণ্টা নাড়লে তুই কি কর্ত্তে পারিস্‌?

নি। বেটা আস্‌চে গো আস্‌চে (আপন স্থানে উপবেশন।)

বন। দেখ দুটো বাজলেই সকলে চলে যাব, কোনমতে আজ থাক্‌বো না।

(দপ্তরির সহিত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রবেশ।)

Supdt. (Shewing a paper) I say Mookerjee how did you pass this mistake: this should be a capital T.

হ। That's an oversight Sir!

Supdt. Oversight be damned. (to Gocool) What are these books (shewing by feet)—lying here? Cant you send them down?

গোকুল। Sir! Duftry was not here.

Supdt. Why dont you take yourself, (গোকুলকে ধরিয়া) now take these books away, you lazy brute.

প্রভা। That's not our business, we are not supposed to carry these books down, that's cooley's business.

Supdt. You are no better than cooleys—incorrigible wretches.

প্রভা। I say (সক্রোধে উঠিয়া) dont abuse us we are gentlemen, and we are not your menial servants.

Supdt. Now, now, hold your tongue, I am not asking you, you black nigger.—

প্রভা। What do you say Mr. Jew? how dare you insult us — you want the work done, we have not sold our honor or liberty. We are not slaves. You are the disgrace of the whole Christian Community. You seem to have no principle at all. No gentleman ever treats his subordinates as you treat us; we are insulted by you.

Supdt. What do you say I ill treat you?

প্রভা। Certainly I speak to your face. Now

a-days there are many like yourself who for their own interest and glory treat their assistants worse than slaves, and who of their own accord alter Office rules and. regulations, laid down with a due regard to their wants and convenience for such as none but slaves can submit to. You make us come to the Office without breakfast, you allow us no holidays and make us work double.

Supdt. Are you not paid for that? shameless beggers.

প্রভা। (ক্রোধে উত্থান) Certainly we are paid to work and we do work as much as we can, and there is a limit to human exertion, we are not iron-machines. We are paid for our work and you get your pay for doing no work—It is not then we, but you are a shameless begger.

Supdt. (আস্তিন গুটাইয়া) Hold your tongue, you damned nigger.

প্রভা। Hold your tongue, you Irish cooley.

বন। Are you not paid as well? but you dont work; you have nothing to do, but to draw faces on blotting papers, and when tired of

that, you come upon us. Now what do you think of yourself.—Do you mean to say that we are made of iron? Dont you know we are family-men and not loafer like yourself. You enjoy all the comforts in Office whereas we labour whole day and starve.

Supdt. Can you not bring your food here?

বন। How can we?— There is no place for us— and besides that's not our custom.

প্রতা। ছুটো বেজে গেছে চলহে চল—উঠ।—

(সকলে কাগজ কলম তুলিতে উদ্যত।)

Supdt. You cant go at two. You must stop till five o'clock

বন। Why not? There is no pressure of business, we cant stop longer.

Supdt. You wont hear me. Very good. you will feel the consequence.

[সক্রোধে প্রস্থান।

গোকু। (সভয়ে) প্রতাপ বাবু, বেটা বড় সাহেবের কাছে গেলো, দেখ এসে কার মাথা খায়, কি সর্ব্বনাশ করে না জানি। তোমার'কি বাবু, যে খানে যাবে সেই খানে কর্ম্ম পাবে আমাদেরই বিপদ।

হরি। কেন আমরা কি কর্ম্ম কায জানিনে, তবে ব

খানে পাই ৫০৲ টাকা, অন্য স্থানে ২০৲ টাকা ত পাব, না হয় ফিরিয়ালার কায করে খাব, দেশে গিয়ে চাষবাস কর্‌ব। What do you say MR. COOPER? I prefer to work as a cooly to this servitude. Look here our education, our morals, our liberty, our comfort in life, are all gone to ruin ; here we are obliged to learn all kinds of tricks, falsehoods and worst of all.—eyepleasing—without which we cannot satisfy him therefore I think it proper to leave this Office at once.

গোকু। আমি একবার বাহির থেকে আসি এই সময় পেট্‌টা বড় অসুখ কর্‌চে (গমনোদ্যত।)

(দ্রুতবেগে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রবেশ।)

Supt. (গোকুলের প্রতি) where are you going ? go and take your seat ?

গোকু। I very ill Sir, going out—not to make water but privy master I will come back soon.

Supdt. Go away, dirty wretch ; always going out.

[গোকুলের প্রস্থান।

Supdt. (সকলের প্রতি) You cant go.—You shall have to stop.

বন। Where is the order of Burrah Sahib ?

Supdt. My order is enough.

বন। Not unreasonable orders Mr. Jew. You cherish a very queer notion of us, do you think that by illtreating and abusing, you can get the work done quicker and better than treating us kindly—It is enough we have made you—out.—

Supdt. (বনয়ারিকে আঘাত করিতে উদ্যত।)

বন। (রুল লইয়া দণ্ডায়মান।)

Mr. Cooper. (বনয়ারিকে ধরিয়া) have patience, dont strike him, he is a poor man excuse him, he has come out to make money here (to Mr. Jew)—dont you try to put your hand upon the Babu.—It is beneath the dignity of any gentleman.

Supdt. Cooper, do you mean to say that I am a common fellow—a loafer, my father was a cook to his majesty the Earl of Simpleton.

Cooper. I dont deny that but what I want to say is this; try to behave as a Christian, consider well before you take another step.

Supdt. (সক্রোধে) I dont like to be lec-

tured by you (স্বস্থানে যাইয়া উপবেশন করিতে উপক্রম করায় চৌকিশুদ্ধ পতন।)

বনয়ারি—হরিশ—প্রতাপবাবু (ডেস্ক হইতে দড়ী লইয়া মাষ্টার জুকে চৌকীর হাতলের সঙ্গে বন্ধন এবং তিরস্কার।)

বন। (উচ্চৈস্বরে) নিমাই বাবু, নিমাই বাবু, দোয়াতটা আনুন।

(গোকুলের দ্রুতবেগে প্রবেশ।)

নিমা। (দোয়াত লইয়া প্রদান)

Supdt. Damaned black niggers—devils.

বন। (দোয়াত শুদ্ধ কালি মাষ্টার জুয়ের মুখে ঢালন)

সকলে। (ছাতি চাদর লইয়া প্রস্থান)

Supdt. (Loudly)—Let me alone—Baboos forgive me—I shall never try to do again—loose the rope—let me wash my face, (himself)—Now what am I to do—I cant go out of this room, lest Burrah Sab comes. (Loudly) Duftry—Duftry,—toom idar awo baba—ham toom achcha karo. Ham galle Naiee—Oh native beggers are very wicked they are devils—I must resign my post—how can I express it—Shame! Shame! Shame! koi-haye·koi-haye—Durwan—Durwan.—

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কেরাণী বাবুদের জলখাবার ঘর।

(প্রেমচাঁদ ময়রা ও সুবল চাকর আসীন।)

প্রেম। (শালপাতার ঠোঙ্গা প্রস্তুত করিতে করিতে) সুবল আগুণটা করে হুঁকো গুল ফিরিয়ে ফেল।

সুবল। (হুঁকো, কলিকা, তমাক, কয়লা ও আগুণের মাল্সা ইত্যাদি লইয়া আগুণ করিতে ব্যস্ত।)

(ভোলানাথ ও কান্তিবাবুর প্রবেশ।)

ভোলা। সুবল, একটা হুঁকো দেরে; কান্তিবাবু বসুন। (উভয়ের উপবেশন) দেখুন কান্তিবাবু! এবারে গৃহস্থ লোক সব মারা পড়্বে, চেলের বাজার আগুণ, ঘণ্টায় ঘণ্টায় দর বৃদ্ধি হচ্চে।

সুব। (তমাক সাজিয়া ভোলানাথ বাবুকে হুঁকা প্রদান।)

ভোলা। সুবল, একটা ব্রাহ্মণের হুঁকা দেরে। প্রেমচাঁদ! তোদের দেশের খপর কিছু পেয়েচিস্, ধান চাল কেমন ?

প্রেম। আর ও কথা কিছু বল্বেন না মহাশয়। এবার খাওয়া বিনে অনেকে মারা পড়বে, এবার জল বিনে কিছুই চাষবাস হয় নি।

সুব। (ব্রাহ্মণের হুঁকো কান্তি বাবুকে প্রদান)

কান্তি। (কলিকায় ফুঁক দিয়া বারকতক হুঁকো টানিয়া) সুবল, কি তমাক সাজ্‌লিরে, নে কল্কের আগুণটা বদ্‌লে দে, যেমন তামাক তেমনি আগুণ। (কলিকা প্রদান) দেখুন ভোলানাথ বাবু, চাল আক্রা হবেনা কেন বল ? যে সকল অত্যাচার হতে আরম্ভ হয়েচে, তাতে কি দেশের কখন মঙ্গল হবার সম্ভাবনা ? কথায় বলে "রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট" যাঁদের উপরে রাজ্যের ভার, যাদের শাসনাধীনে প্রজাদের সুখ সম্পত্তি, স্বাধীনতা, অধীনতা, জীবন, মরণ, তাঁরা যদি চক্ষু চেয়ে না দেখেন, উচিত কার্য্য না করেন, তবে আর কি হবে বল। পাপ বৃদ্ধি হওয়াতেইত ঈশ্বরের ক্রোধে মহামারি, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি উপস্থিত হচ্চে।

ভোলা। আজ্ঞে সে কথা সত্য। পাপেই সংসার পরিপূর্ণ হয়েচে, কাজে কাজেই সকল বিষয়ের বিশৃঙ্খল। হুঁকোটা নেরে!

সুব। (কান্তি বাবুকে কলিকা প্রদান ও ভোলানাথ বাবুর হুঁকা লইয়া উপবেশন)

কান্তি। ভোলানাথ বাবু! একি কম দুঃখের কথা গা, এই ভেতো বাঙ্গালী আমরা, ভাতই আমাদের প্রধান খাদ্য, যা না খেলে আমরা এক দিনও থাকতে পারিনে, আমাদের জীবন বল্লেই হয়।—তা কিনা মদ প্রস্তুত করবার জন্যে বিদেশে রপ্তানি হচ্চে!! আর সেই মদ এখানে কি সর্ব্বনাশ করচে, তাওত দেখ্‌তে পাচ্চেন, হলাহল বিষ বল্লেই

হয়। তা এ কথা কাকে আর বল্‌বো বল, কেই বা আমাদের কথা শুনে,—আমাদের অরণ্যে রোদন মাত্র। এ হাতেও মেরেচে ভাতেও মেরেচে। সুবল! হুঁকোটা নেরে, (হুঁকা প্রদান) প্রেমচাঁদ জল খাবার দেরে।

ভোলা। আজ্ঞে হ্যাঁ, চাল রপ্তানিতে ভাতে মেরেচে তার আর ভুল্‌টি নেই। কেননা আমাদের দেশের চাল যদি ও রূপ অপচয় না হয়, তা হলে দুই তিন বৎসর শস্য না হলেও কিছু ক্ষতি হয় না। কিন্তু হাতে মেরেচে কি প্রকারে ?

প্রেম। (জলখাবার প্রদান।)

কান্তি। হাতে মারা তুমি কিছু টের পাওনি ? তোমার বাড়ী বুঝি মিউনিসিপালিটির এলেখায় নয়, তা হলে জান্‌তে পার্‌তে।

ভোলা। সেকি মহাশয়! মিউনিসিপালিটির দৌরাত্তিতে বাড়ী ঘরদোর বেচে পালাবার যো দেখ্‌চি।

কান্তি। তবে আর কসুরটা কি ? কিন্তু আসল্‌টা মিউনিসিপালিটির আইনকানন সকল বড় সুন্দর, প্রজাদের সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধির জন্যেই উহার স্থাপন। রাস্তাঘাট ভাল হবে, পুকুর পুষ্কর্ণী'র জল পরিষ্কার থাক্‌বে, পল্লিগ্রাম সকল সহর হবে। কিন্তু কার্য্য সেরূপ কিছুই হচ্ছে না, কেবল প্রজাদের যন্ত্রণারই বৃদ্ধি হয়েচে।

ভোলা। মহাশয়! যন্ত্রণা বলে যন্ত্রণা,—একি সামান্য কষ্ট? টেক্স আদায়ের সরকারেরা ত ব্যতিব্যস্ত করে তুলেচে,

তাদিকে ডেকে আন্‌তে বল্‌লে, বেঁদে নিয়ে যায়। উপর আলাদের হুকুম এক রকম, তারা কার্য্য করে অন্য রকম। এই টেক্স আদায় করা এখন আবার নূতন রকম হয়েচে; বাড়ীতে কেউ থাক, আর নাই থাক, বিলখানা ফেলে দিয়ে গুণপুরুষ চলে গেলেন, না হয় বেড়ায় গুঁজে রেখে গেলেন, বাড়ীয়ালা বাপ্পও জান্‌লেন না। দিন কয়েক বাদে, পাহারাওয়ালা সঙ্গে এক ওয়ারেণ্ট নিয়ে হাজির, বলা নেই কওয়া নেই, বাহিরে যা থাক, তক্তাপোষ খানা, বেঞ্চ খানা, কপাট জোড়াটা, গাড়ুটা আস্‌টা অর্থাৎ সাম্‌নে যা পাবেন, তুলে নিয়ে চল্লেন। ভাগ্যক্রমে যদি কেহ বাড়ীতে থাকেন, নবাবপুত্রের পায়ে হাতে ধরে, দেনার সহিতে ঘাড় ধরাণি স্বরূপ কিঞ্চিৎ উপড় হস্ত কর্‌লে তবে রক্ষা। আর সেই ওয়ারেণ্টের ফি যা আদায় হয় তারই বা কে খোঁজ লয়? বাজেট দেখ্‌লে ত কিছুই জানা যায় না।

কান্তি। ও কেবল নামেই বাজেট।

ভোলা। আর পাইখানা তদারক সে এক গ্রহ। ময়লা থাক্ আর নাই থাক্ মিছে করে বল্লে তোমার পাইখানায় ময়লা আছে,—তোমার জরিমানা হবে। ভদ্র লোক কে আর মশায় পাইখানা দেখ্‌তে যায় বলুন,—আর দেখেই বা কি হবে।—জরিমানার ভয়ে তদারককারিকে কিছু পান খেতে দিতে হয়। রাস্তার ধারেই খড় দিয়ে ঘর ছাও-য়াতে নিষেধ, কিন্তু এ যেখানে ঘর ছাওয়াও জরিমানা

দিতে হয়। হাইকোর্ট থেকে হুকুম হয়ে গেছে; যারা আপন ব্যবহারের জন্যে ইট পোড়াবেন, তাঁদের লাইসেন্সি দিতে হবে না; কিন্তু এরা তাও আদায় করে নিচ্চে। তবে বেশি পেড়াপিড়ি করলে, হাইকোর্টের নজীর দেখালে পর, কামরার ভিতর ডেকে বলে দেওয়া হয়, বাবু তোমার টাকা এখন আমার কাছে জমা থাক্, পরে পাবে। আর তুমি এ কথা কাহাকেও বলোনা (টুস্কী দিয়া) ঐ পর্য্যন্ত, যত দেবেন তা মা গঙ্গাই জানেন। তা মশায় উপরালাদের এই সব জানালে হয় না?

কান্তি। হুঁঃ! "কার শ্রাদ্ধ কেবা করে, খোলা কেটে বামুন মরে" বাবু,—উপরালারা কি ও সব জান্‌তে আর বাকি আছেন? তাঁরা ও সব বিশ্বাস করেন না। খবরের কাগজ পড়ে পড়ে তাঁদের কানে কড়া পড়ে গেছে; তাঁদের এইটি সংস্কার জন্মে গেছে যে, প্রজারা পয়সা দিতে কাতর সেই জন্যে মিছে করে মিউনিসিপালিটির বিরুদ্ধে লেখে। তা যতই দরখাস্ত কর, আর কাঁদ, উপকার কিছুই হবে না, নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারী মহাপ্রভুরা যা কর্‌বেন তাই সত্য।

ভোলা। তা মশায় প্রজাদের টাকা নিয়ে হোম্‌রা চোম্‌রা হয়ে বেড়ান, কিন্তু প্রজাদের মঙ্গল কিছুতেই হবার নয়।

কান্তি। প্রজাদের মঙ্গল কি করে হবে বল, যা আদায় হয় তা থেকে কিছু টাকা না বাঁচ্‌লেত আর কিছু হবে না। এই গত বৎসরের বজেট দেখ্‌লেম, ৮৩০০০ টাকা আদায় কিন্তু Establishment খরচ ৮০০০০ টাকা। তা এই ৩০০০

টাকাতে কি করে রাস্তা ঘাট হবে, সহর হবে, বাজার হবে, বল। আমাদের অদৃষ্টে যতদিন কষ্ট আছে তা কেউ খণ্ডাতে পারবে না। এখন চল যাওয়া যাক অনেকক্ষণ এসেচি। [প্রস্থান।

(বনয়ারি ও প্রতাপ বাবুর প্রবেশ।)

বন। প্রেমচাঁদ জলখাবার দেরে?

প্রতা। সুবল, আগে এক ছিলিম তামাক দে। দেখ বনয়ারি বাবু! বেটা আচ্ছা শাসিদ হয়ে গেছে, আর আস্‌বেনা বোধ হচ্চে।

প্রেম। (জলখাবার প্রদান।)

(মহেশ বাবুর প্রবেশ।)

প্রতা। ওহে মহেশ বাবু! তোমার নাকি দুটাকা জরিমানা হয়েচে ?

মহে। আজ্ঞে সে কথা আর বল্‌বেন না, শুনতে লজ্জা, বল্‌তে লজ্জা। কি করি, চাকরির জন্যে সকলই সহ্য কর্ত্তে হয়েচে।

প্রতা। ব্যাপারখানা কি—বলনা ?

মহে। মশাই, একটা নূতন পাইখানা হয়েচে, তাতে সব বাক্সের মতন বাজ্যে জাবার যায়গা করে দিয়েচে। তা মশাই বড় অসুখ হয়েছিল; আমি সেই খানেই গেলাম। একটা সাহেব গিয়ে আমায় বল্লে, তুমি অমন করে পা তুলে বসেচ কেন ? ভাল হয়ে বস্‌তে পারনা ? তোমার জরিমানা হবে। তা আমি ভাব্‌লেম, কি করে বস্‌তে হবে,

ও বেটা ঠাট্টা করে গেল। তার পর শুনি না, সত্যি সত্যি আমার দু টাকা জরিমানা করেচে। আমি বড় সাহেবকে বল্লুম, তিনি বল্লেন, তুমি সাহেবদের মতন বস নাই কেন?

বন। (হাস্য) হা, হা, বল কি হে! কোন—ভাল মানুষ নয়, সকলেই এক খুরে; বিষম বিপদ হলো যে। চারি দিগে হোটেল খুলে খানা খাওয়াতে শিখিয়েচে, সভ্যতা সভ্যতা করে সাহেবি পোষাক পরাতেও আরম্ভ করিয়েচে। আবার জোর করে সাহেবি ধরণে বাজ্জে বসাবে না কি!! (হাস্য) গেল যেসব দেখ্‌চি, আর এই সব হবে বৈকি, ভদ্র বংশীয় সাহেব কেউ আর এখানে আসে না, অধিকাংশ বাপে তাড়ান, মায়ে খেদান, অভদ্র সকল পেটের দায়ে এখানে আস্‌চে, তাদের কাছে আর কি প্রত্যাশা করা যেতে পারে বল। প্রতাপ বাবু? আসুন যাওয়া যাগ।

প্রতা। মহেশ বাবু! তবে টাকা দুটো গেছে, বড় দুঃখ হচ্চে না?

মহে। আর কার উপরে দুঃখ করবো বলুন, আমাদের ভাল কিছুতেই হবে না। Reduction হলে আমাদেরই সর্ব্বনাশ, দশ কুড়ি মাইনের কেরাণিদের ছাড়িয়ে দিয়ে, হাজার, পাঁচ শ, আড়াই শ মাইনের সাহেব রাখা হয়। আর আমরা কোন দোষ কর্‌লে একেবারে ডিসমিস; না হয় মেয়াদ আর জাত ভাই দোষ কর্‌লে তাঁর পদ বৃদ্ধি হয়।

পাঁচ শ থেকে সাত শ হয়, হাজার থেকে দেড়হাজার হয়। Promotion তা টুপিআলা থাক্‌তে ধুতি পরা বাঙ্গালি কেউ পাবে না। তা মশায় এ সকলি আমাদের চাম্‌ড়ার দোষ। যদি ঐদিক্ ঘেঁসে জন্মাতে পারতেম, তা হলে কোন ভাবনা থাক্‌ত না। (ময়রার প্রতি) জল খাবার দেরে পরাণ!

[প্রতাপ ও বনয়ারি বাবুর প্রস্থান।

নহে। (জল খাবার লইয়া আহার।)

নেপথ্যে। রাখাল বাবু!—সাহেব ব্রোলাচ্চেন।

নেপথ্যে। বোলাম্‌গে সাহেব, তা বলে জল খাবেনা।

নেপথ্যে। মোর উপর খাপ্‌পা হবে আপনি আসুন।

(রাখালবাবু ক্রোধভরে প্রবেশ।)

রাখাল। জ্যা ব্যাটা জ্যা, পাজি বেটা, ও বেটা যেন হুকুমের পেয়াদা। খপরদার বেটা নেড়ে বাইরে থাক্, জলখাবার ঘরে আসিস্‌নে, নেড়ে এক জাত আলাদা, ব্যাটাকে বল্লুম যে, বল্‌গে যা যে জল খেয়ে আস্‌চে, তা ব্যাটা শুনবে না। সাহেব বেটা যদি এক গুণ, তা ও বেটা দশ গুণ। বেটারা যেন সাহেবের বাবা।

নেপথ্যে। মুই তবে এই কথা বলিগে?

রাখাল। যা তোর বাবাকে বল্‌গে যা, যা কর্‌তে হয় কর্‌বে, তা বলে পেটে খাবে না, (অপরদের প্রতি) মশায় কখন এসেচি গো মনে পড়ে না। প্রাতঃকালে

যত আহার করা যায় তাতো আপনারা জানেন, এ একটু জল খেতে এসেচি কত জুলুম দেখুন, কেনা গোলাম পেয়ে গেছে আর কি, বেটাদের আপনার খাবার বেলা কোন কথা নেই এক ঘণ্টা দুঘণ্টা ধোরে খাবেন, আর আমরা বেটারা যদি দু দশ মিনিট কলম ছেড়েচি তা হলে অমনি বুকে বাঁশ। হাঃ তোর কেরাণী গিরির মুখে ছাই!!

মহেশ। রাখালবাবু স্থির হোন ও বেটা চাকর ওর দোষ কি? ওকে যেমন বলে সেই মত করে।

রাখাল। আরে কে ও!! good morning মহেশ বাবু। শনিবারে বড় ধুম গেছে বাবা, তোমরা চলে এলে, তার পর আবার দুটো,—আর কাল্ পর্য্যন্ত সেই চুলি জ্বলেচে।

মহেশ। (জলখাবার লইয়া আহার করিতে করিতে) তুমি ত ভাই কেবল রগড় নিয়েই আছ, অন্য কোন ভাবনা তো তোমার আর নাই।

রাখাল। ভাব্বো কিসের জন্যে বল। (প্রেমচাঁদেরপ্রতি) প্রেমচাঁদ জল খাবার দেরে। মহেশ বাবু, "যা দেবে অঙ্গে তাই যাবে সঙ্গে" ঠিক কি না?

প্রেম। (জলখাবার প্রদান) বাবু, চারটা সিংআড়া ছ খানা লুচি আর তিন খানা খাস্তার কচুরি আছে।

রাখাল। ভাজি কৈ রে?

মহেশ। বাড়ীতে কিছু খাওনি নাকি, এত কি করে খাবে, এই ১০টার সময় ভাত খেয়ে এসেচ।

রাখাল। আমি ভাই বাড়িতে ভাল করে খেতে পারিনে। ডাল আর শাকচড়চড়ী রন্থই হয়, অনেক পরিবার, তা এই খানেই কোসে পেট ভোরে খেয়ে যাই। প্রায় চার পাঁচ আনার কম আমি কোন দিন খাইনে।

মহেশ। পরিবারেরা শাক চড়চড়ি খায়, আর তুমি এখানে এত নবাবী করে যাও বেশ্ কিন্তু, আমরা ভাই তা পারিনে, এই চার পাঁচ আনা পরিবারদের দিলে, তারা যে ভাল করে খেতে পায়, খাওয়াতেও পারে। (স্বগত) অনেকেই তোমার মতন আছে যারা আফিষের ময়রার কাছেই বাবুগিরির পরিচয় দেয়।

রাখাল। মহেশ বাবু, শনিবারে দুষ্ট সাহেব বেটাকে কেরাণিরা মিলে আচ্ছা জব্দ করে দিয়েছে। ঐ রকম সকলেই করে, তাহলে কর্ত্তারা টের পায় যে বাঙ্গালিরা বড় দুষ্ট।

[মহেশ বাবুর প্রস্থান।

প্রেমচাঁদ কিছু মিষ্টি দাও হে!

নেপথ্যে (বাদনের শব্দ।)

সুবল। গোরা যাচ্ছে, গোরা যাচ্ছে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বড় সাহেবের আফিস্ ঘর।

(বড় সাহেব আসীন ও মিয়াজান
হরকরা দণ্ডায়মান।)

বড় সা। কৈ হ্যায়।

মিয়া। খোদাবন্দ। (সাহেবের নিকট উপস্থিত।)

বড় সা। Bholanath Baboo bolao.

মিয়া। যো হুকুম, খোদাবন্দ।

[প্রস্থান।

(ভোলানাথবাবু ও পশ্চাতে মিয়া-
জানের প্রবেশ।)

বড় সা। Bholanath ! have you made out the list ?

ভোলা। (কাগজ প্রদর্শন) Yes Sir, yes, here it is.

বড় সা। Now, promote Muthoor in the room of Khetter, and pay him Rs. 50 from last month.

ভোলা। Muthoor is getting 20 Rs.—I think Rs. 10—more will do for him—Rupee a day for a Bengalee Babu is quite enough Sir!

বড় সা। Is it! let me have the list. (Seeing)—Then you must not draw Rs. 200—as you are the head Babu, 2 Rupees a day for you is sufficient. So you must get from this month Rs. 60.—(Signed his name and returned the list).

ভোলা। (অধোবদন) Excuse me Sir, pardon me, I have no bad feeling against Muthoor but I was trying to save some money.

বড় সা। Now, now, dont bother me, go to your seat.

[ভোলানাথ বাবুর প্রস্থান।

চারজন উমেদার দরখাস্ত লইয়া প্রবেশ।

মিয়া। কাঁহা যাতা হ্যায়, হুকুম নেই যানেকো, (এক ধাক্কা) উদার খাড়া রাহ।

প্রথম। হামলোক্‌কা দরখাস্ত হ্যায়, তুম সাহেব কা পাশ লেযাও।

মিয়া। হামকো কুছ্ দরকার নেই, হিঁয়াসে তোম-লোক যাও।

দ্বিঃ। পীয়াদা সাহেব, অমি কিছু দিচ্চি (এক দুয়ানি প্রদান) আমার দরখাস্ত খানা সাহেবকে দাও।

তৃতীয়। আমরা সকলেই কিছু কিছু দিচ্চি এই নাও।

মিয়া। (দরখাস্ত সকল লইয়া বড় সাহেবকে প্রদান।)

বড় সা। (দরখাস্ত দেখিয়া পেয়াদার প্রতি) গোমিস্ সাব সেলাম দেও।

মিয়া। যো হুকুম। [প্রস্থান।

বড় সা। (উচ্চৈস্বরে) Mr. Gomes, Gomes.

(মিয়াজানের প্রবেশ।)

মিয়া। খোদাবন্দ, গোমেস্ সাব ত কই নেই হ্যায়, হুজুর কুন সাব মাঙ্গতা?

বড় সা। গোমেস্ সাব, যো সাব বাড়া হল্‌মে বাটতা।

মিয়া। ও সাব্‌কা নাম ত পেরারা সাব হ্যায়।

বড় সা। Never mind, টুম্ বোলাও।

[মিয়াজানের প্রস্থান।

বড় সা। কই হ্যায় কই হ্যায়।

(মাষ্টার পেরেরার প্রবেশ।)

পেরে। Good morning, Sir! My name is not Gomes.

বড় সা। Oh! that matters very little. Perera, Gomes, De' Souza, De Cruz are all the same.

পেরে। Your pleasure.

বঁড় সা। Now, here are four applications.—Call out the names and examine them, and who will stand first, give him the last room.

পেরেরা। (দরখাস্ত সকল লইয়া নাম ডাকন) উমাচরণ রায় B. A.

উমা। (অগ্রসর হইয়া বড় সাহেবকে সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান।)

পেরে। রামচন্দ্র বাগ্‌চি, গণপতি বিশ্বাস B. A.—মাধবচন্দ্র পাল M. A.

তিন জন। (বড় সাহেবকে সেলাম।)

পেরে। You are to be examined verbally, and must answer the questions in no time now stand properly.

(চার জন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান)

পেরে। Spell—Separation?

প্রথম। SEPARETION.

পেরে। Next?

দ্বিতীয়। SEPERATION.

পেরে। Next.

তৃতীয়। SAPERATION.

পেরে। Next.

চতুর্থ। SEPARATION.

পেরে। What is the interest of 500 Rs. for 6 months @ 3 per cent. per anum ?

প্রথম—9 Rs.

দ্বিতীয়—30 Rs.

তৃতীয়—5 Rs.

চতুর্থ—7 Rs.—8Ans.

পেরে। (বড় সাহেবের প্রতি) Sir ; Madhab chunder Pal M. A. is the best of all, and very intellegent.

বড় সা। Very good—appoint him.

পেরে। (মাধবের প্রতি) তুমি কাল আমার কাছে আসিও।

মাধব। very good sir (লম্বা ছেলাম)

[পেরেরা ও উমেদারগণের প্রস্থান।

(মিসেস ফেভরিট্ পুত্র সমভিব্যাহারে প্রবেশ)

মেম। (মিয়াজানের প্রতি) বারা সাহিব হ্যায় ? হামারা কাগজ দেও (কাগজ প্রদান।)

মিয়া। (বড় সাহেবকে কাগজ প্রদান।)

বড় সা। (সসব্যস্তে উত্থান ও মেমকে রীতিমত অভ্যর্থনা।) Good morning Mrs. Favourite, how do you do. Take your seat please.

মেম। Thank you Mr. Takeall. I am quite well. (উপবেশন) How do you like the climate ?

বড় সা। Oh very pleasant.

মেম। Are you very busy Mr. Takeall?

বড় সা। Oh no, no.

মেম। I have come to ask you a favour.

বড় সা। Dont mention—what is it?

মেম। I am told that a vacancy has occured in your office—so I want to get my boy in that room: he has left the school shortly. I hope you can do something for him.

বড় সা। Most gladly—Mrs. Favorite, can he write.

মেম। Oh yes, but not small.

বড় সা। Never mind—he can learn here by and by. I will give him some better post.

মেম। Thank you—Thank you I dont like to interrupt you, good bye. (Shook hand). (জেম্‌সের প্রতি) James you can stop now. [প্রস্থান।

বড় সা। কই হ্যায়।

মিয়া। খোদাবন্দ।

বড় সা। পেরেরা সাব সেলাম দেও!

মিয়া। জো হুকুম। [প্রস্থান।

(পেরেরা সাহেবের প্রবেশ)

বড় সা। Look here Mr. Perrera, appoint

this boy and give him some thing to do.

পেরে। I have ordered that man to come tomorrow.

বড় সা। Never mind, you can tell him—jao, he is a native of this place—he can try somewhere else, but we ought to assist our own men, dont you see? and look here—this boy can not write a small hand so that give him any Office work, let him improve his handwriting.

পেরে। Very well, Sir! (বালকের প্রতি) I say come along with me. (স্বগত) কি বিচার হলো—কি বল্‌বে হামার কিছু হাত নেই, উঃ বেচারাকে examine করলে আস্‌তে বল্লে, তার পর আপনার জাতকে রেখে দিল, বেশ! [প্রস্থান।

বড় সা। মেরা বাকস্‌ লাও।

মি। (বাক্স প্রদান।)

বড় সা। (চুরুট ধরাইয়া খবরের কাগজ দর্শন।)

(মাঃ জেমসের প্রবেশ।)

জেম্‌স। Uncle! it is getting warm now, how do you manage to stop here, in this season.

বড় সা। Yes it is a very bad season for

newcomers; and this country is not at all suited to Europeans, but mind you, this is a money making spot no doubt. Scarcely you will find any one at home fairing badly who has made a voyage from India, especially we marchants, carrying on our business simply by the money of the natives who are very simple and never hesitate to lend to Europeans. By the by James, the Babu will be coming today— take care how you answer him.—Now he has a son and he is trying to make him a Banian so he will offer you the money—but take care you must not accept it first.—You can tell him what I have instructed you. Dont forget to tell that you have brought money with you.

জেম্‌স। Oh yes unele, I must obey you.

নেপথ্যে। সাহেব হ্যায় পেয়াদা।

বড় সা। James, the Babu has come.

(রামকমল ও গৌরিকান্তের প্রবেশ।)

রাম ও গৌরি।— (বড় সাহেবকে লম্বা সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান।)

বড় সা। Good morning Babus, Take your seats.

রাম। Good morning Sir, this my son, I bring him Sir. [উভয়ে উপবেশন।

বড় সা। Very good Babu, I am glad to see him. (জেম্‌সকে দেখাইয়া) This is my nephew, who has come out to trade in Calcutta.

রাম। Yes sir, yes, I heard last evening, I very glad, young man's name what Sir ?

বড় সা। His name is James Takeall. Now Babu what do you want ? I cant wait long here—I have some urgent business.

রাম। Last evening I tell you Sir all my wants.

বড় সা। Yes, yes, I remember now, very good, you can speak that to James— (জেম্‌সের প্রতি) James hear what Babu says, I am coming. [প্রস্থান।

জেম্‌স। Babu what is that, let me hear.

রাম। I hear, you will open a Farm— you want a Banian— I brought my son for that. He left school soon, he known business well, I teach him. I will supply you the money you require, and my son will be your Banian.

জেম্‌স। Babu— I dont think I will keep

any Banian— and I dont want to lend money, I have brought money enough with me.

রাম। My great hope gone, Sir, (স্বগত) তাইত কি আর করাযায়, বেটা আস্‌চে শুনে গতবৎসর দুর্গোৎসব বন্দ করে দিয়ে টাকা গুন জমা করেছিলেম, কিন্তু কিছু হলোনা দেখ্‌চি, (প্রকাশ্যে) Very good, my son can keep your cash and I deposit money for that.

জেম্‌স। Very good Babu, dont you be disheartened, I will let you know by and bye.

রাম। Thank you Sir—I can go now, good day Sir. (সন্তানের প্রতি) সাহেবকে সেলাম কর্‌না, এই করেই চাকৃরি কর্‌বি আর কি।

গৌরি। Good bye Sir.

[উভয়ে প্রস্থান।

জেম্‌স। Strange !! How willing are they to lend money— Fools !! Can they not carry on a trade with the money instead of lending it !

(বড় সাহেবের প্রবেশ।)

বড় সা। James have you observed ?

জেম্‌স। Yes uncle— I, for the world would never do so, four, five Lacs of Rupees not a trifle !!!

বড় সা। What four, five Lacs ? They can supply you more than that.— Did you answer him as I told you ?

জেম্‌স। Yes Uncle I did so.

বড় সা। I did the same when I first came here.

জেম্‌স। Suppose, I run away with the money— can he do any thing ?

বড় সা। No use of running away—Insolvent Court is the best resourse.

জেম্‌স। I pity him, poor man, his son is a young man, he can transact a business on his own account with the money.

বড় সা। But they fear much of loss, they have no enterprise. Now James come along—let us go.

[উভয়ে প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

স্কূল ঘর।

বালকগণ আসীন।

প্রবোধ। আজ বাবা টিকিদাস না আসে তো বাঁচা যায়, এ (Hour) আওয়ারটা ইয়ারকি দে কাটাই।

প্রিয়নাথ। হ্যাঁ সে বেটা কামাই করবে মনে করেচ? বাবা? সে তেমন ছেলে নয়, ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রাঘাত হলেও তার কামাই নেই। সে বেটার না আছে ঘর, না আছে পরিবার, সিকি পয়সা খরচ নেই, যা পায় সকলি জমা। ঘোষেদের উমেশকে পড়ায়, সেখানেই খাওয়া দাওয়া পায়, আর তাদেরি বৈঠকখানায় পড়ে থাকে।

প্রবোধ। পড়া ত কিছুই দেখিনে, আর ইস্কুলের পড়া কখন্ দেখবো বল। প্রত্যহ রিহার্‌সেল চলেচে, আমাকে ভাই দু তিনটে পার্ট মুখস্ত কর্‌তে হচ্চে, আমার আবার ডুপ্লীকেট কেউ নেই।

প্রিয়। ও হে! তোমারা ও লাল ছেলেটা জোটালে কোথা থেকে?

প্রবোধ। ওহে ও ছেলেটাকে বড় ফাঁকি দে পাওয়া গেচে, ওর ভাই বাড়ি এখানে নয়, ওর বাপ ওকে কলেজে

পড়াবার জন্যে এখানে রেখে গেছে, আমি ভাই ফোঁস ফাঁস দিয়ে ওর পরকাল ঝর ঝরে কর্‌বার উপায় করে দিয়েচি।

প্রিয়। ও হে টিকিদাস আস্‌চে হে, বেটা গদাই লস্করি চালে চলেচে, বেটার গড়ন খানা দেখেচ! যেন কানাইদাওয়ানের ঘোঁড়া।

(সকলে স্থান লইয়া গোলযোগ ও পণ্ডিতের প্রবেশ।)

পণ্ডিত। আহা, তোমরা কি কর্‌চো গো, স্থির হওনা, হাট বসিয়েছ যে। (উপবেশন) কই আর সকলে কোথায়?

(গোপাল ও বেচুর প্রবেশ ও স্থানের জন্যে গোল।)

গোপা। Good morning. পণ্ডিত মশাই।

বেচু। (পানের খিলি লইয়া) পণ্ডিত মশাই পান খাবেন, বেড়ে গোলাপি খিলি।

পণ্ডি। না বাপু না, আমি কি পান খাই।

বেচু। (স্বগত) ভক্তবিটেল, পান খান না, পান করেন। (উপবেশন।)

পণ্ডি। প্রিয়নাথ, এক খানা পুস্তক দেও দেখি?

গোপা। (প্রবোধের নিকট গিয়া) আজ বাবা বড় নেশাটা হয়েছে, মালি বেটা আজ কোথা থেকে খাঁটি নেপালে সারেঙ্গ এনেছিল, এক এক টানেই বুঁদ।

প্রবোধ। তাইতো রে! তোর চক্ষু দুট ফেটে যেন রক্ত বেরুচ্চে, আর আছে? আমি যাই একটান টেনে আসি?

গোপা। তবে শিগ্রি যা।

প্রবোধ। পণ্ডিত মশাই? একটু জল খেয়ে আসি, আর সকলকে ডেকে আনি। [প্রস্থান।

পণ্ডি। পড় না গো পড় না, সময়টা বৃথা গেল যে।

বেচু। পণ্ডিত মশাই! গঙ্গায় পোল হলে ত সব একাকার হয়ে যাবে।

পণ্ডি। আঃ, তোমরা (নস্য লইয়া) কেবল পাশ কথায় সময় কাটালে; পুস্তক খোল না!

গোপা। পণ্ডিত মশাই? আমাকে এক টীপ নস্য দিতো, বড় সর্দিটা হয়েছে।

পণ্ডি। সত্যই তো, তোমার চক্ষু দুটো বড় লাল হয়েছে। (নস্যের ডিপে প্রদান)

গোপা। (নস্য লইয়া অনুচ্চৈস্বরে) নেসাটা কেটে যাচ্ছিল বাঁধি করে নিলুম। (নস্যের ডিপে বেচুকে প্রদান)

বেচু। (নস্য লইয়া অন্যান্য বালকদিগকে প্রদান ও তাহারা সকলে লইলে) পণ্ডিতমশাই ডিপে নিন! (পণ্ডিতকে ডিপে প্রদান)

পণ্ডি। তোমরা যে আমার ডিপের শ্রাদ্ধ করে দিলে, আর [illegible] কিছুই নাই, একেবারে খালি করেচ!

[illegible]। মশাই! ছোড়ারা [illegible]ড় জেটা হয়ে পড়েচে, [illegible] আমাদের [illegible] লোক দিতে না নাই।

প্রবোধ। (ধিরে ধিরে প্রবেশ করিয়া ও পণ্ডিতের পশ্চাতে দাড়াইয়া অঙ্গভঙ্গী ও তাঁহার মস্তকে আবির প্রদান পরে আপন স্থানে উপবেশন) পড়না হে সকলে পড়না, আজ গোলমাল করেই যে ঘণ্টাটা কাটালে, তোমাদের জন্যে পড়াশুনা হবেনা দেখচি।

পণ্ডি। বেচু? একটু মথন পড় দেখি?

বেচু। (স্বগত) কি পড়ি বাবা কিছুই যে দেখতে পাচ্চি না। (উত্থান) রাজা রাণিকে কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার মন্দিরের আগড় খোলা কেন, আর গৃহাভ্যন্তরে প্রদীপ কেন নিবে গেছে? রাণি কহিলেন, হে ভূধর! আজ সংসারের কাজ কর্ম্ম করে, গোয়াল ঘর পরিষ্কার করে, বড় অবসন্ন হয়েছি, তাই এই চেটা পেড়ে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম কচ্চি।

পণ্ডি। ও কি পড়চো গো, তুমি পাগল হয়েছ নাকি বেচু! ছি, ছি, ছি, তোমার কিছুই হবে না, সামান্য মথন পড়তে পার না, বড় লজ্জার বিষয়, বাঙ্গালির ছেলে অতি নিকৃষ্ট, মাতৃভাষাটিও জানা উচিত।

বেচু। (উপবেশন) বাঙ্গালা পড়ে কি হবে মশাই, আপনি যেমন আমরাও তেমনি হয়েছি, ওতে আর কিছু হবার জো নাই, ওটা ডেড ল্যাঙ্গয়েজ (Language) হয়ে গেছে। আর আমাকে ত আর পণ্ডিতি কর্‌তে হবে না। বাবা আমাকে গত মাস থেকে আপিশে বার করবেন বলেচেন।

পণ্ডি। সে ত ভালই, কিন্তু লেখা পড়া কি চাক্‌রি

করবার জন্যেই শেখে! বিদ্যাভ্যাস করা জ্ঞান উপার্জ্জনের জন্যে। চাকৃরি করে পয়সা উপার্জ্জন করবো, এই চিন্তায় যে ব্যতিব্যস্ত হয়েচে, কিন্তু চাকৃরি করায় আজ কাল কি লাঞ্ছনা, কষ্ট, অপমান, তা তোমরা জান না। ও সব চিন্তা পরিত্যাগ কর, আমার কথা শুন, বিদ্যাভ্যাসে অযত্ন করো না, জ্ঞান ধন উপার্জ্জন কর চিরসুখি হবে।

প্রিয়। (বেচুর প্রতি) চিররুগি হবে।

বেচু। সে কি মশাই, আমি কি এখন অজ্ঞান আছি, আমার কি বয়েস হয়নি। পণ্ডিত মশায় আপনার ভুল। চাকৃরি বিনে আমাদের সুবিধা হবেনা। এই ছেলে বেলা থেকে বেঞ্চে পা ঝোলানা অভ্যাস; একটার সময় টিফিন্ খাওয়া প্রাক্‌টিস (Practice) দশটার সময় এসে চারটার সময় বাড়ী যাওয়া প্রাক্‌টিস (Practice) হয়ে গেছে, আর (Habit is second nature) হ্যাবিট ইজ সেকেণ্ড নেচার, কাজে কাজেই যে চাকৃরিতে এই সব আছে তাই করতে হবে। কেরাণিগিরি বই আর কি এমন কাজ আছে বলুন, পাঁচ টাকা মাইনে হোক, আর দশটাকাই হোক, তাতে কিছু এসে যায় না, কিন্তু আরাম আছে, আর দির্ব্বি থাকা ও যাবে, কোন হ্যাঙ্গাম নেই।

প্রবোধ। পণ্ডিত মশাই! আপনার ইচ্ছাটা কি? লেখা পড়া শিখে মাঠে গিয়ে ধান রুইবো, মুদিগিরি করবো, না ব্যবসা বানিজ্যের জন্যে এদেশ সেদেশ করে বেড়াবো।

পণ্ডি। হ্যাঁ বাপু আমার ইচ্ছা যে তোমরা লেখা পড়া

শিখে ব্যবসা বানিজ্য কর, কেন না বানিজ্যে বসতে লক্ষ্মী।

গোপা। (প্রবোধের প্রতি) কাল ভাই কাকা এক বেটা আফিসের সাহেবকে বড় জব্দ করেচে।

পণ্ডি। জাগ বাপু ও সব পাস্ কথা যেতে দ্যাও। এখন একটা সন্ধি কর দেখি। নর বানরঃ।

প্রবোধ। নর, বানর আপনি জিজ্ঞাসা করেচেন—অর্থাৎ নর ছিল বানর আপনি সন্ধি কর্তে বলচেন—যথা, নর-বা-নর—নরবানরঃ।

পণ্ডি। (মস্তকে হস্ত দিয়া ও হস্তে আবিরের চিহ্ন দেখিয়া) এ কি! কে কর্লে এমন কাজ! অব্যাচিন দুষ্ট বালকগণ, একি তোমাদের ব্যবহার, শিক্ষককে ব্যঙ্গ; উচ্ছন্ন যাবার লক্ষণ।

গোপা। ও কি মশাই! টালির সুরকি খসে পড়েচে নাকি? আমি ঝেড়ে দেবো (নিকটে গিয়া) না না এ তো সুরকি নয়, সুরকি কেন এত লাল হবে, আপনি তবে কোথায় হলি খেল্তে গেছলেন না?

পণ্ডি। (ক্রোধে কম্পিত) দেখ, এ তোমাদের অত্যন্ত কুরীতি, ভদ্র সন্তানের এরূপ কার্য্য নয়; (মস্তক ঝাড়ন) তোমরা নিতান্ত শিশু নয় বয়প্রাপ্ত হয়েছ। আমাকে তোমরা এরূপ বিদ্রূপ কর এর ফল তোমরা পাবে, তোমা-দের আর অধিক কি বলবো; যেন কেরাণীগিরি চাক্‌রি তোমাদের করতে হয়। [বেগে প্রস্থান।

বেচু। বেটা ত বড় শাপান্তর করে গেল হে, ওর

মুখে ফুল চন্দন পড়ুগ, আর জন্ম জন্ম আমাদের কেরাণীগিরি জুটুক।

গোপা। ওহে ভাই! বেটা রেগে বলে গেল যে, তোমাদের কেরাণীগিরি করতে হোগ, এর ভিতর কিছু মানে আছে।

প্রিয়। তা বাবা আমরা ওর মানে জানিনে বটে, কিন্তু যারা কেরাণীগিরি করেন, তাঁরাই বলতে পারেন এর ভেতর কি গুড়ত্ব আছে।

নেপথ্যে। ঘণ্টার শব্দ——

সকলে। ছুটি হয়েচে চল হে চল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রেলওয়ের ষ্টেসন।

(মাষ্টার গোমেশের প্রবেশ।)

গোমে। (উচ্চৈস্বরে) আব্‌দুল, আব্‌দুল? কিদের গিয়া খালাসী লোক এক আদমি হিঁয়া হেয় নেই, ধুপমে হাম কাঁহা পরি চূঁড়েগা (নেপথ্যে দেখিয়া) টেণ্ডেল! টেণ্ডেল! ইদার জল্‌দী আসো জল্‌দী আসো।

(টেঙেলের প্রবেশ।)

টেঙে। সেলাম সাব, অ্যাত থাপ্পা কিসের লাগি।

গোমে। আরে ম্যান তুমি বি জেম্নি হলো, তোমার লোকরা বি তেমনি হলো।

টেঙে। ক্যান্ সাব, কি দরকার হইছে মোরে কও।

গোমে। আমার মুণ্ডু হয়েচে, আর কি হয়েচে; আমি কুন ঘড়ী থেকে ফুক্রাতে লেগেচে, একটা খালাশীকে দেখতে পালনা তোমাদের লেগে হামি গালাগালি খাবে, না?

টেঙে। সাব আদ্মি লোক ইদার উদার কাম করবার লাগচে, আমারে কইলে তো বোলায়ে দেতাম (উচ্চৈস্বরে) বক্সু! বক্সু! আরে ও জামির মিয়া, আরে মিয়া, এক আদ্মি ইয়ানে আইস হুনচো না, সাব এতনা ডাহাডাহি করবার লাগছে?

(তৈলের কানেস্তোরা হস্তে জামিরের প্রবেশ)

জামি। ডাহাডাহি করচো ক্যান্, এক কামে পাঠাইয়া ছুসরা কাম করবার কইচো, ইহানে থাকনে কয়, তাই থাকী বাহারে জাওনে কয় তাই জায়ী, কামের ত ঠিক পালামনা! তোবা, তোবা! আদ্মির জান বই আর নয়।

গোমে। হাম কেত্না বোলায়া কহিকো জবাব নেই, এবি আফিসমে জাও বাড়া সাবকো পাঙ্খা টান জা কর।

জামী। হামছে হোগা নেই, হাম্ নকরি নেই মাঙতা,

(তৈলের কানেস্তারা রাখিয়া) ফাজীর বেটা ফাজী, মোরে ছোটলোকের পোলা পাইছেন, এ যেন কেরাণি পাইছেন, যে হুকুমের চাকর হইতে হইবো।

গোমে। (সক্রোধে) ক্যা বোলতা সুয়ার তুম গালি দেতা হ্যায়, এবি তোমরা দাড়িমে সুয়ার বাঁদকে দেগা। (আঘাত করিতে উদ্যত)

টেণ্ডে। আরে সাব থোড়া ঠাণ্ডা হয়, হাত উঠায় না (প্রতিবাদ)

জামি। টেণ্ডেল মিয়া কাফর মোর দাড়ীর নাম কর্‌ছে ওর টুটী ছিড়্যা ফ্যালাইব, মোরে জানে না গুলামের ব্যাটা গুলাম।

টেণ্ডে। আরে মিয়া জাতে দ্যায়, চুপ দ্যায় ২, জাও তুমি বাহারে জাও, (গোমেসের প্রতি) সাব হাম মাদমি লাতা হায়, তুম্ থোড়া সবুর কর।

জামি। কি বলচো টাণ্ডেল মিয়া, কাফররে দেখাই-তাম হুঃ (দন্ত কিড়মিড়)

[জামির ও টাণ্ডেলের প্রস্থান।

গোমে। By jove ? I would have killed the man, had he abused me, never mind. সালা লোক আপনার খুসিমাফিক চল্লো, আর হামি সালা এখানে দেঁড়িয়ে থাক্‌তে করল। ধুপে মোর দে গরম হয়ে জেতে করচে, আফিসে বি সালার লেগে ঢুক্‌তে পাচ্চে না—কি করবে, (টেণ্ডেলের প্রীতিক্ষায় দণ্ডায়মান)

(শ্যামাচরণের প্রবেশ।)

শ্যাম। (স্বগত) যা হোগ্ বেটা হর্দ্দ পাজি, ছোট লোকের শেষ, নিষ্ঠূর, মায়া মমতা আদবেই নাই ; এমন লোক্‌কেও আফিসমাষ্টার করে! যার কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই, উপরআলাদের বিবেচনাটাই বা কি ? বেটাকে চিটি দেখালুম, অত করে বল্লুম, ভ্রুক্ষেপও কর্‌লে না, রিজাইন্ (Resign) দিতে চাইলেম, তাও গ্রাহ্য কর্‌লে না, (দীর্ঘ নিশ্বাস) হায়, হায়, টাকার জন্যে এ লাঞ্ছনা এ ক্রীতদাস অপেক্ষাও অধম হতে হয়েছে, হায় পূর্ব্বজন্মে কত মহাপাপ করেছিলেম, তারি শাস্তি এই কেরাণি-গিরি। মরণও হয় না যে এযন্ত্রণা এড়াই ; যা হয় হবে, আমি এখুনি তো চল্লুম এছার চাক্‌রির প্রত্যাশা করায় আর ফল নেই, পরিবার আগে না চাক্‌রি আগে। যাদের জন্যে এ দাসত্ব স্বীকার করা, বিদেশের কষ্ট সহ্য করা, তাদের যদি দেখ্‌তে যেতে না পাব, তবে আর চাক্‌রি ক্যানো। বেটা আপনার জাত ভাইকে অনায়াসেই ছুটি দিতে পারে, কেবল যত প্রভুত্ব কতৃত্ব এ গোরিব বাঙ্গালিদেরি উপরে। হায় হায়, বাঙ্গালিদের এ অবস্থা কি চিরকাল থাক্‌বে! কখন ভাল হবে না। হে ভগবান্! আমরা কি তোমার সৃষ্টিতে এতই নিচ, আমরা কি মনুষ্যের মধ্যে গণ্য নহি, আমাদের শাস্তি দিবার জন্যেই কি বাঙ্গালি করেচ, চির-কাল কি আমরা ম্লেচ্ছদেরি [illegible] হয়ে থাক্‌বো, আমা-দের অবস্থা কি কখনই [illegible] ব না? হে ভগবান!

আমরা ত সকলেরি মন যোগাই, মুসলমানকে সেলাম, হিন্দুস্থানিদের পাঁওলাগে, না হয় রাম রাম বলে থাকি, বৈষ্ণবকে দণ্ডবত করে থাকি; আর সাহেবদের তো যত-দূর মান্য করতে হয় ততদূর করি, তবু কেন আমাদের কপাল এত মন্দ ?

গোমে। (প্রচ্ছন্ন ভাবে আসিয়া শ্যামলালের পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া) হারে ম্যান ? তোমার মুখ অমন সুখ্না কিসের লেগে ?

শ্যাম। আর মাষ্টার গোমেষ, আমার মহা বিপদ হয়েচে, এই দেখ (পত্র প্রদান) আমার বড় ছেলেটি এত-ক্ষণ কি হয়েচে বল্‌তে পারিনে, (দীর্ঘ নিশ্বাস) আর আমার স্ত্রীরও বড় বেয়ারাম আজ তিন দিন হলো পত্র পেয়েচি, কিন্তু কি করি এ বেটা ছুটি দিচ্চে না, চার্জ্জ (charge) বুঝে নিচ্চে না, বিষম বিপদ কি করি বল দেখি ?

গোমে। ই বড় সুঙ্গীলের বাৎ আছে, মোকে বড় দুঃখু লাগ্‌চে, আরে ম্যান আর ইথানে দেড়িয়ে থাক্‌লে কি হবে চাক্‌রি বহুত মিল্‌বে, লেকেম্‌ ছেলে মিল্‌বে না, তুমি দেরি করোনা চলে যেতে কর।

শ্যাম। মাষ্টার গোমেষ! আমি ত তাই স্থির করেচি।

গোমেষ। (ইঙ্গীত করিয়া) উনার কাছে গেছ্‌ল, তা উনি কি বল্ল ?

শ্যাম। না, কোন মতে ছুটী দেবেনা, ও বেটা বল্লে কি, তোমার কর্ম্ম কে কর্‌বে। তা মাষ্টার গোমেষ, এই

কেরাণীগিরি কাজ পেয়ে কি কেনা গোলাম হয়ে গেছি, আমার কি আর ঘর দোর নেই, গাধার মতন খাটবো আর এই খানে পড়ে থাকবো। এরা সভ্য জাতি হয়ে আমাদের উপর এত নিষ্ঠুরতা আরম্ভ কর্‌লে। কাগজে পড়া যায় যে (Slave trade) উঠিয়ে দেবার জন্যে ইংরেজরা কত লড়াই কর্‌চে, তার আর ধুম ধামের সীমা পরিসীমা নাই।

গোমেষ। তা তুমি ফের আমাকে বল্‌চে কিসের লেগে, হামি সব জানে। লেকেন ই বেটা বড় খারাপ লোক আছে বাবু, তোমরা ত নেটীব, (Native) মোরা সাব লোক, মোরা ছুটী মাঙ্গলেবি পাইনে, তুমি জানে হামি সে দিন মোর একটা ফ্রেণ্ডের (Friend) সাদীর লেগে, জাস্তি না, আদা ঘণ্টার লেগে ছুটী মেঙ্গে ছিল, হাঁমজ্জাদ দিল না কি করবে বল, আজ কাল চাক্‌রির লেগে সব কর্‌তে হয়।

শ্যাম। কিন্তু সে দিন কি করে মাষ্টার হণ্টারকে শীকার কর্‌তে এক সপ্তার ছুটী দিলে। আর আমার এই বিপদ আমাকে ছুটী দিচ্চে না একি কম দুঃখের বিষয়, উপর আলারা এই সব জান্তে পারে তা হলে বড় ভাল হয়। আর কেই বা তাদিগে শুনায় বল, যাঁরা মোটা মাইনে পান তাঁরা দাদার জয়ে জয়; তা তুমি বেশ জেনো মাষ্টার গোমেষ, যে চারপো পাপ টুন্‌টনে না হলে কেউ কেরাণীগিরি কর্‌তে আসে না, এ এক রকম নরক যন্ত্রণা।

গোমে। শ্যাম বাবু তুমি যেম্নী পাগল হয়েছে ম্যান,

আমিও বি তেম্নি হলো। তুমি কি জানে না, হাণ্টার সাব যে উনার সমন্দী আছে, উনারা এক জাত আছে, আর সমন্দীকে ফেভার (Favor) কর্‌বেনা! বা বা!! হামার যদি একটা বহিন্ থাক্‌তো, দেখ্‌তে হামি কি করত, মোদের জেতে বহিন থাকলো ত ভাল, গরা লোকদের সাতে মোদের খুব দস্তী হলো, কামের বি ভাবনা থাক্‌লো না, আর কাজ কাম না জান্‌লে বি জাস্তি তলব মিলে।

শ্যাম। মাষ্টার গোমেষ! আমি বাড়ী চল্লুম, বোধ হয় আর ফির্‌চি না; আমার কম্‌প্লীমেণ্ট (Compliment) সকলকে দিও। [প্রস্থান।

গোমে। যাই হামি বি ফের দেঁড়িয়ে থেকে কি কর্‌বে, শালার বেটা যে পাজী আছে, জরিবানা করে দিবে।

নেপথ্যে। গোমেষ, গোমেষ।

গোমে। (উচ্চৈস্বরে) Yes sir, here I am.

নেপথ্যে। God damned you half cast.

গোমে। [সভয়ে প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

শ্যামলাল চৌধুরির বাটির এক কুঠারি।

নফর ও মালতী পিড়িতাবস্থায় শয়ান।

নফ। (অস্থির অবস্থায় ভগ্নকণ্ঠে) আঃ, আঃ—উঃ ওঁঃ—মাঃ–মা, মাগো ও মা———

মাল। কেন বাবা; কি বল্‌চো যাদু?

নফ। উঁঃ একটু জল, মা একটু জল দ্যাও না।

মাল। (কষ্টে গাত্রোত্থান) কেন বাবা, আঁ-আঁ এক-বাই জল, হাঁ কর, এই ন্যাও (জল প্রদান) একটু স্থির হও বাবা গলা সুকিয়ে উঠ্‌বে ধন।

নফ। (পাশ ফিরিয়া) মা——(নিরব।)

মাল। কেন মা (চক্ষু মুছাইয়া) কি বল্‌ছিলে বাবা আমার, নফর! কি বাবা? (নিশ্বাস পরীক্ষা করিয়া) বাবা নফর চেয়ে দেখ, অমন করে নিশ্বাস ফেলচ কেন? (নাভি ও হস্ত পদাদি পরীক্ষা করিয়া) এ কি হলো গো! গা হাত পা কালা হিম হয়ে গেল কেন! কাকে ডাকি, এ রাত্রে কোথায় বা যাই, হায়, হায়! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল— হে মা কালিঘাটের কালি! তোমার সোনার নোয়া দে পূজো দেব, বুক চিরে রক্ত দেবো, তোমার নথ গড়িয়ে দেবো মা, এই নথ সিউরে রাখ্‌লুম (নথ খুলিয়া রাখন)

তোমাকে নথ না দিয়ে আমি আর পর্‌বোনা, তুমি শীঘ্রী আমার নফরকে আরাম কর মা। হে বাবা দশঘরার পঞ্চা-নন্দ! নফরকে আরাম কর বাবা, আমি দাঁতে কুট করে দোরে দোরে ভিক্ষে করে তোমার পূজা দেবো বাবা, আজ পর্য্যন্ত নফরের নোক চুল সব রইল।

নফ। (অতি কষ্টে) মা-মা—বাবা এসেচেন?

মাল। না তিনি এখনও আসেন নি, আজ নিশ্চয় আস্‌বেন, তোমার অসুখের খপর শুনে কি তিনি নিশ্চিন্দি আছেন? কর্ম্মের গোলে দেরি হচ্চে, কি—হয়তো সাহেব ছুটীর গোল করেচে।

নফ। (শয্যাকণ্টকি ও অস্থির) মা—মা—একটু জল।

মাল। বাবা নফর, সুদু জল একযাই খাবে, একটু মিচ্‌রি দেবো?

নফর। (হস্ত দ্বারায় নিবারণ।)

মাল। (ঝিনুকে করিয়া জল প্রদান) আঁঃ আমা-কেও যমে এসে ধরেচে (কম্প) আমিও ত আর বস্‌তে পারিনে, হায় হায়, এবার কি হবে এ যে ঘোর বিপত্তি (নফরের মুখ পানে দেখিয়া) নফর? ও কি বাবা!! জল ঘিঁট্‌তে পার না (নিশ্বাস পরিক্ষা করিয়া উচ্চৈস্বরে রোদন ও শীরে করাঘাৎ) ও নফর কি কল্লিরে ধন, বাবা আমার কোথা পালালি রে (নফরকে আলিঙ্গন করিয়া) ও যাদু আমার, ও কাঙ্গালির ধন, বাবারে, ওরে তোর মনে কি এই ছিলরে, ও আঁচলের নিধি, বাপ

আমার এই যে মা বলে ডাক্‌ছিলিরে, ওরে তোর কাঙ্গালি মাকে কোথা ফেলে গেলিরে, ও আমার গলার হার, বাবা একবার মা বলে ডাক। হায় এমন সময় তুমি কোথা রইলে গো, নফর আমাদের ছেড়ে পালাল গো, ওরে দারুণ বিধি তোর মনে কি এই ছিলরে, আমার কোল শুন্য করে বাবাকে কোথা নিয়ে গেলিরে, আমি বাবার সঙ্গে যাবরে, ও নফর, নফর আমার, ও গলার হার আমার ঘর অন্ধকার করে বাবা কোথা গেলিরে, বাবা আমায় মা বলে একবার ডাক শুনিরে, ও যাদু আমার এই যে বাবা জল চাইছিলে হায়, হায়! (শিরে করাঘাত) ও আমার নয়নের পুত্তলি বাবারে (উচ্চৈস্বরে রোদন) ও গো আমার কি সর্ব্বনাশ হলো গো, ওগো তোমরা সব এসোনা গো (পতন ও মূর্চ্ছা।)

নেপথ্যে। কে কেঁদে উঠ্‌ল গা, কোন দিগে, আঃ পোড়া বাতাসকেও যমে ধরেচে, যেন ঝড় বয়েছে।

(বিমলা ধুচুনির ভিতর প্রদীপ
জালিয়া প্রবেশ।)

বিমলা। এরা ত সব চুপচাপ্ (নিকটে গিয়া) ও নফরের মা, নফরের মা, ওমা অমন করে পোড়ে কেন গা! ছেলের অকল্যান হয় যে, একি? (প্রদিপ রাখিয়া উপবেশন) ও নফরের মা নফরের মা? ওমা? এর মধ্যে এমন সর্ব্বনাশ হয়ে গেল গা! এযে নেই গো! হায় হায়!

সোনার চাঁদ ছেলে গো, ছেলেত নয়, যেন রাজ পুত্র, বুকে রাখ্‌লে বুক জুড়ায়, আহা কে বলবে যে মোরে গেছে, যেন ঘুমিয়ে আছে, বাবা বাবা করেই প্রাণটা বেরিয়ে গেছে। (দীর্ঘ নিশ্বাস) হায়, বাপের এমন চাক্‌রি যে ছেলেটা মোলো দেখ্‌তে পেলে না, এখন ছুঁড়িটেকে বাঁচাতে পার্‌লে যে অনেকটা সুবিদে হয়, কাকে ডাকি (মালতির মুখে জলের ছিটে দেওন) দেখি সীহু আসে নাকি (উত্থান ও দোয়ারের নিকট হইতে উচ্চৈস্বরে) ও সীহু ওরে সীহু!

নেপথ্যে। কে কাকে ডাকে গো—

বিমলা ওরে বাবা একবার এখানে শীঘ্রী আয়তরে, আয় বাছা।

(সীহু প্রবেশ।)

বিমলা। ওরে বাছা একবার দেখ দেখি, এই নফরের মায়ের দাঁতি লেগেছে। ছেলেটা ত নেই।

সীহু। (উপবেশন) তাই ত গো মাষী?? জাঁতিটে দেও দেখি?

বিমলা। এই ন্যাও (জাঁতি প্রদান) এই ন্যাও বাবা এই ন্যাও।

সীহু। (দাঁতি ছাড়াইয়া মুখে জলের ছিটে দেওন ও মালতিকে তুলিয়া শয়ন করায়ন।)

মাল। আঁ——বা—বা নফর——

বিমলা। সীহু? এক কাজ কর বাছা, এ মরা ছেলে

এখানে রেখে দেওয়া ভাল নয়, ওকে এক খানা কাপড় ঢেঁকে বাইরে রেখে দি, সকাল হলে যা হয় তাই হবে।

সীহ্। বেস ত মাসী [কাপড় ঢাঁকিয়া উভয়ে নফরের মৃত দেহ লইয়া প্রস্থান।

(বিমলা পুনঃ প্রবেশ।)

বিমলা। (মালতীর নিকটে উপবেশন ও সেবা সুশ্রসা) হায়! হায়! এমন সর্ব্বনাশ হবে বলে সপ্নেও জানিনে, কে তোকে আঁটকুড়ী বলে গালাগালি দিলে মা।

মাল। কোথা যাব? এসেচো কি, জল, ঘাটে কাঁটা আছে—চাল গুল কুটে পোড়ে রইল।

বিমলা। কি বল্‌চো? আমি কে বল দেখি?

মাল। (উঠিতে উদ্যত।)

বিমলা। (চাপিয়া রাখন।)

মাল। জল, নফর জল চাইছে দেও না, তুমি এত দেরি কেন কর্‌লে? সাহেবকে বল্‌তে পারনি।

বিমলা। (স্বগত) হায়! হায়! ভরা ডুবি হয় দেখচি এওতো বাঁচবেনা পূন্ন বিগার হয়েছে, যাঃ স্বামির সঙ্গে হয় তো দেখাও হবে না।

নেপথ্যে। (দ্বারে আঘাত) নফর, নফর, কে আছে বাড়িতে খিল্‌টা খোল না গা?

বিমলা। হায়! হায়! কি হবে না জানি, শ্যাম বুঝি এলো (উত্থান ও উচ্চেস্বরে) কে গা?

নেপথ্যে। ও গো আমি, খিল্‌টা খুলে দেও না গা?

বিমলা। ও মা কি হবে গা? জীজ্ঞাসা কর্‌লে কি বল্‌বো। [প্রস্থান।"

মাল। ওঁ—আঁ—

(শ্যামলাল পশ্চাতে বিমলার প্রবেশ।)

শ্যাম। (বিস্ময়াপন্ন ভাবে) নফর কোথা? জেঠাই মা নফরকে কেন দেখতে পাইনে! (মালতির শয্যার পার্শ্বে উপবেশন) নফর কই, তার তো অসুখ হয়ে ছিল শুনেচি, সে কোথা?

বিমলা। নফরকে তার মামারা নিয়ে গেছে, তার জন্যে তোমাকে ভাব্‌তে হবে না, এখন মালতি যাতে বাঁচে তার চেষ্টা পাও (মালতির পদতলে উপবেশন।)

শ্যাম। (মালতীর গাত্রে হস্ত দিয়া) মালতি! মালতি! চেয়ে দেখ দেখি। তুমি কেমন আছ? (বিমলার প্রতি) কে দেখ্‌চে গা? কি অসুদ দেওয়া হচ্চে? এখন ডাক্তার পাওয়া যাবে না কি?

বিমলা। না, এখন কি তার দেখা পাবে, এ গ্রামে ত তিনি থাকেন না। সেই কাল পরেক দেড় পহরের সময়, হয়তো আস্‌বেন।

শ্যাম। তবেই ত বিপদ!! এ যে পূর্ণ বিকার দেখ্‌ছি।

মাল। ওঁ—জানা গো জানা, ঘাটে বাসন পড়ে রইল।

শ্যাম। মালতি, মালতি, কি বল্‌চো, চেয়ে দেখ আমি

এসেচি। জেঠাই মা! ঐ ব্যাগের ভেতর বেদানা আছে একটা বার করে একটু রস দেও দেখি, নফরকে কি তার মামারা নিয়ে গেছে সত্তী?

বিমলা। (ব্যাগ হইতে বেদানা বাহির করিয়া কিঞ্চিত রস মালতির মুখে দেওন।)

মাল। (ভগ্ন কণ্ঠে) বাবা ন—ন—ফ—র কোথা গেলিরে, আঁ—তিনি এলেন না।

শ্যাম। আমি এসেচি মালতি, তোমার কি হচ্চে বল দেখি?

মাল। (স্থির দৃষ্টে নিরীক্ষণ।)

শ্যাম। কি বলনা? আমি কে বল দেখি?

মাল। (মস্তক ঢাঁকিতে চেষ্টা) এসেচ, ন—ফ—র কই, বাবা নফর কোথা গেলিরে, চাঁদ আমার দেখে যারে।

শ্যাম। (অস্থীর চিত্তে) জেঠাই মা কি বলে, তুমি বল আমার নফর কই?

বিমলা। (চক্ষের জল সম্বরিয়া) ও কিছু নয়, বিকারের সধর্ম্মে বোক্‌চে।

মাল। (কণ্ঠ শ্বাস।)

শ্যাম। জেটাই মা একটু জল দিন, আমার সর্ব্বনাশ হলো দেখচি, মালতি! মালতি! (জল প্রদান) হায় হায় আমার জন্যেই কি এই জীবন টুকু ছিল, (উচ্চৈস্বরে) ও মালতি কি কর্‌লে (শীরে করাঘাত) হায়! হায়! আমি কি এই দেখ্‌তে এলেম। ভগবান! তোমার মনে কি এই

ছিল। মালতি, ও মালতি হায়! হায়! আমার সব গেল, জেঠাই মা কাকেও ডাকনা গা? আমার প্রাণ যে ফেটে যায়, আমি যে আর দেখ্‌তে পারিনে, মালতি যে আর চক্ষু বোজে না, নিশ্বাস বচ্চে না এ কি হলো?? মালতি?

বিমলা। আচ্ছা আমি কাকেও ডাকি। [প্রস্থান।

শ্যাম। (মালতির বক্ষস্থল, নাসাছিদ্র ও মস্তক পরিক্ষা করিয়া উন্মাদের ন্যায়) হা মালতি কি কর্‌লে, হায়! হায়! মালতি কোথায় গেলে, আমাকে ছেড়ে পালালে, একটীও কথা কইলে না। হায়! নির্দয় পাষাণ বলে কি আমায় ঘৃণা করলে।

নেপথ্যে। নফরের গতি হয়নি হটে। এমন করে ফেলে রেখেচে, কি বিভ্রাট উপস্থিত—মধুসুদন।

শ্যাম। (উত্থান) কি? আমার নফর নেই, আমার স্ত্রী পুত্র দুই গেল, বাবা নফর তোমাকে আমি দেখ্‌তে পলেম না (দ্রুতবেগে বাহিরে যাওনে উদ্যত।)

(জীবন দ্রুতবেগে প্রবেশ।)

জীবন। (শ্যামকে প্রতিরোধ) কর কি, কর কি, যাও কোথায়? স্থির হও, তুমি কি পাগল হয়েচ, তুমি তো শিশু নও (শ্যাম অচেতন, জীবন তাহাকে বক্ষপরে লইয়া উপবেশন ও তাহার বদনে জল সেচন) মধুসুদন! রক্ষা কর! শ্যাম, শ্যামলাল! (স্বগত) আহা! ছোকরা এই বয়েসে বড় শোক পেলে, স্ত্রী গেল পুত্র গেল, একি সামান্য দুঃখের বিষয়! অল্প বয়েসে বিবাহ করার এই চরম ফল। লেখা

পড়া উত্তম রূপে শিক্ষা না হতে হতে সংসারের ভার ঘাড়ে পড়ে, কাজে কাজেই অর্থ উপায়ের চেষ্টাতে পরিবার ফেলে বিদেশে গিয়ে জঘন্য কেরাণীগিরির জন্যে লালায়িত হতে হয়। হায়, হায়, হায়! কবে আমাদের স্বদেশীয় যুবারা ঐ কুসংস্কার পরিত্যাগ করতে পারক হবে, ঐ ভ্রান্তি হতে নিষ্কৃতি পাবে, কবে তাঁরা এই দাসত্বশৃঙ্খল ভগ্ন করে স্বাধীন হতে চেষ্টা করবে। কি আক্ষেপের বিষয় সহজেই সহজ জ্ঞানে ঐশ্বরিক বিষয় বুঝিতে পারে, পরমার্থিক সুখ সম্ভোগ করিতে যত্নবান হয়, তর্কবিতর্ক করিতে অগ্রসর, কিন্তু যে দৃশ্য বস্তুতে ঐহিক সুখ হয়, দীর্ঘায়ু হয়, পরিবার-দের কষ্ট যায় সে চিন্তা ভুলেও করে না। হায় ভারতের সে দিন কবে আসিবে যবে ভারতসন্তানেরা নিচ ঘৃণিত কেরাণীগিরির জন্যে আত্ম অর্পণ না করিয়া ব্যবসা বানিজ্যে মনোযোগ এবং ভারতকে পতিত অবস্থা হতে উদ্ধার করিবে।

শ্যাম। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ) আ—আ—

জীবন। শ্যামলাল! তুমি জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান, তুমি যদি বিপদে কাতর হবে তবে সামান্য লোকে কি না করবে বল?

শ্যাম। মহাশয় আমাকে ছেড়ে দিন, আমি একবার আমার হৃদয় সর্ব্বস্ব নফরের মুখ খানি দেখি, বাবা আমাকে ফাঁকিদে গেছে, বাবাকে আমার বাইরে রেখে দিয়েচে!! নফর! নফর! আমার কাছে এসো, তুমি কি আমার বাইরে

থাক্‌বার ধন। হায়, হায়! আমার প্রাণ কি কঠিন! স্ত্রী শোক পুত্র শোক পেয়েও এখন আমি জীবিত আছি। আমার মরণ কি হবে না, আমি মনে মনে যা ভেবেছিলেম, আমার তাই ঘট্‌লো। হায় বাবা, আমাকে মরণ সময় না জানি কতই খুজেছিল। (উচ্চৈস্বরে) বাবা নফর! তুমি যে আমার জীবন, তোমা বিহনে আমার বেঁচে থাকায় কি ফল, আমি যে তোমাকে ভুলে থাক্‌তে পার্‌বো না, হায়! পুত্র শোক পেয়ে মানুষ কি করে বেঁচে থাকে! হায় মালতি, প্রাণাধিকা মালতি! তুমিই সৌভাগ্যবতী, তুমি নফরকে ছেড়ে থাক্‌তে পারলেনা, তুমি বাবার সঙ্গে গেলে। আমাকেও ছেড়ে যেও না, আমার আর কে আছে।

জীবন। (চক্ষু মুছিয়া) শ্যাম, সংসারের গতিই এই রূপ। বিধি নির্ব্বন্ধন ঘটনা সকল কেহই বাধা দিয়ে রাখ্‌তে পারে না, সময়ে ঘট্‌বেই, তবে মন বোঝে না, তাই আমরা বৃথা চেষ্টা করি।

শ্যাম। আমি যে কোন চেষ্টা কর্‌তে পারলেম না, ভাল করে চিকিৎসা করাতে পার্‌লেম না, সেবা সুশ্রুষা কর্‌তে সময় পেলেম না, তা হোলে যে আমার এত দুঃখ হতো না, হায়, হায়! আমি দেখ্‌তে পেলেম না, আমি একেবারে সব হারালেম, হা' নফর! কোথা গেলিরে ধন! হা বিধি! তোর মনে এই ছিল? অল্প বয়েসে সন্তান দিয়ে আবার কেড়ে নিলি। হায় হায়! আমি কি কর্‌বো?

আমার এমন সর্ব্বনাশ হবে আমি স্বপ্নেও জানিনে। হায় হায়! আমি এমন চাক্‌রি, এমন দাসত্ব স্বীকার করেছিলেম, যে প্রাণাধিক স্ত্রী পুত্রের বিপদ-সংবাদ পেয়ে ছুটী বিহনে আস্‌তে পেলেম না, আমাকে বদ্ধ হয়ে থাক্‌তে হয়ে ছিল, হায় আমা হোতে তাদের কিছু সাহায্য হলো না। তাদের মনে মনে কতই কি ছিল, আমায় বল্‌তে পেলে না! তাদের মনের কথা মনেই রইল, হায়! মালতি কোথা গেলে, হায়! নফর কোথা গেলে, আমি তোমাদের ছেড়ে কি করে থাক্‌বো, আমাকে তোমাদের সঙ্গের সঙ্গী কর। (নিরব)

জীবন। শ্যাম! যা হবার তা হয়েচে, আর কোন উপায় নেই, এখন একটু ধৈর্য্য অবলম্বন কর। আর এখন কার যে কাজ, এদের গতি করা, তার চেষ্টা দেখ। (উত্থান ও বস্ত্র লইয়া মালতীর মৃত দেহ আবরণ।)

শ্যাম। (উত্থান ও উচ্চৈস্বরে) হায়! আমার সব গেছে, এখানে থেকে আর কি হবে, একবার বাবা নফরের মুখ খানি দেখি।

[ক্ষিপ্তের ন্যায় দ্রুতবেগে প্রস্থান।

জীবন। একি সর্ব্বর্ব্বনাশ! শ্যাম! কোথা যাও, আমার কথা শুন, কোথা যাও।

[শ্যামের পশ্চাতে ধাবমান।

যবনিকা পতন।